প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৬

প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিরূপন করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান বাস্তবতা, সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষার অন্যান্য স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের যৌক্তিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এ মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনটি পৃথক কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই/ইউপিইটিসি-এর ইনস্ট্রাক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, জাতীয় শিক্ষাক্রম কোর কমিটির (এনসিসিসি) সদস্যবৃন্দ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এবং এনসিটিবির বিশেষজ্ঞগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিস্তারিত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এ মূল্যায়ন নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৬ দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সামগ্রিক মূল্যায়ন কাঠামো, সাধারণ নির্দেশনা, মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক ও শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদনের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিশেষ নির্দেশনা এবং নমুনা প্রশ্ন কাঠামো সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৬ অনুসারে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন পাঠ্যপুস্তকের কাজ, ভাষাদক্ষতা/বোধগম্যতা, সক্রিয়তা ও ক্লাস টেস্টের সমন্বয়ে ধারাবাহিক মুল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং বছরের নির্দিষ্ট প্রান্তিকে একজন শিশুর শিখন অবস্থান বোঝার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ নির্দেশিকায় সাধারণ নির্দেশনার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক যেন সহজে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন এবং অভিভাবককে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারেন সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়নের জন্য একই পদ্ধতি অনুসৃত হলে শিক্ষার্থীদের সুষম ও সমন্বিত বিকাশ সহজতর হবে।

উল্লেখ্য, মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণপূর্বক শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত নিয়ে মূল্যায়ন নির্দেশিকাটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা যেতে পারে।

সাধারণ নির্দেশনাবলি

১. মূল্যায়ন কাঠামো

প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনটি প্রান্তিকে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতি প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এ অগ্রগতি নিরূপণ করা হবে। পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের পাশাপাশি সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে শুধুমাত্র শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে পাঠদান করা হয় এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং প্রতি প্রান্তিকে একবার সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সামষ্টিক মূল্যায়ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হবে। প্রতি প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের ধরন নিচে দেখানো হলো:

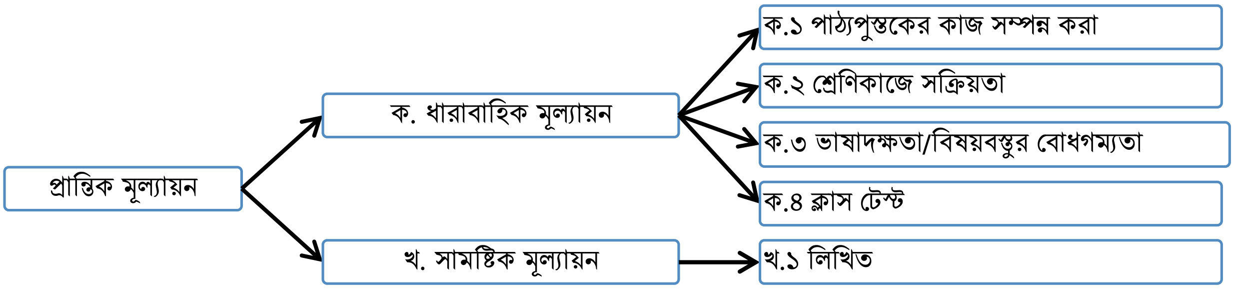

মূল্যায়ন কাঠামোর বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সহায়িকার মূল্যায়ন অংশে উল্লিখিত ক্ষেত্র-জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্দেশকসমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্নকরণ, শ্রেণিকাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা, শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা/বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা যাচাই এবং ক্লাস টেস্ট-এর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভবে পরিচালনার জন্য শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বছরব্যাপী পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা নিচে তুলে ধরা হলো।

ক.১ পাঠ্যপুস্তক/শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা

- শিক্ষাক্রমের শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তক/শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন পাঠে বিভিন্নরকম কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করলে ধাপে ধাপে তাদের শিখনফল অর্জিত হবে। শিক্ষার্থীরা এ সকল কাজ/অ্যাক্টিভিটি পাঠ্যপুস্তকে লিখবে/সম্পন্ন করবে। শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-সহায়িকা অনুসরণপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত জায়গায় শিক্ষার্থীদেরকে কাজ/অ্যাক্টিভিটি সম্পন্ন করতে দেবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফলাবর্তনসহ স্বাক্ষর করবেন।
- বিষয়ভিত্তিক এমন কিছু কাজ/অ্যাক্টিভিটি থাকে যেগুলো পাঠ্যপুস্তকে করা সম্ভব নয়, সেগুলো শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন; যেমন- শোনা ও বলা, রোল-প্লে (ভূমিকাভিনয়), সরব পাঠ, প্রদর্শন, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, হাতেকলমে ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি। এ সকল কাজ/অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে করবে, এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নোট নেবেন এবং শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- প্রতি প্রান্তিক শেষে সকল শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক/অ্যাক্টিভিটি নোট যাচাই করে শিক্ষক নম্বর প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নম্বর প্রদানের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে এ সকল কাজ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিখনফল/যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
- কোনো শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন না করলে পরবর্তী সময়ে তাকে দিয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কাজ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী এবং অনিয়মিত কাজ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্যের বিষয়টি শিক্ষক যথাযথভাব শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের 'শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা' পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকলে তার শিখন অর্জন দ্রুততর হয় এবং সে দায়িত্বশীল হতে শেখে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে কতটুকু সক্রিয়, তা মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য নিচের গুণাবলি/সূচকগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে:

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে;
- শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শ্রেণিকাজ শুরু ও সম্পন্ন করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনামতো একক/জোড়ায়/দলগত কাজে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে;
- পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করে;
- বাড়ির কাজ দেওয়া হলে তা যথাসময়ে সম্পন্ন করে;
- ভূমিকাভিনয় (রোল-প্লে)/প্রেজেন্টেশন/প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে ও সম্পন্ন করে;

শিক্ষক উল্লিখিত বিষয়সমূহ সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রতি প্রান্তিকে একবার নম্বর প্রদান করবেন। কোনো শিক্ষার্থী কম সক্রিয় থাকলে তার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলে নিস্ক্রিয়তার কারণ বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

ক.৩ ভাষাদক্ষতা/বোধগম্যতা

অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট কিছু অংশ পড়েই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে থাকে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের পাঠ্যবিষয়ের বোধগম্যতা ও ভাষাদক্ষতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জন হয় না। এ কারণে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা ও ভাষা দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনুসৃত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ৪টি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) সবগুলোই অনুশীলন করাতে হবে। গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ধর্মশিক্ষা, শিল্পকলা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এসকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা এবং বোধগম্যতার উন্নয়ন/পর্যায় পর্যবেক্ষণ করে নোট নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা/বোধগম্যতা কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তা বিষয়ভিত্তিক পরিশিষ্ট অংশে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষক ভাষাদক্ষতা/বোধগম্যতার ধারণাকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রতি প্রান্তিকে একবার নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট

পাঠ্যপুস্তক আছে এমন বিষয়সমুহের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে ঐ প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের আলোকে কমপক্ষে দুটি ক্লাস টেস্ট নেবেন। শুধুমাত্র শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে পাঠদান করা হয় এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কমপক্ষে একটি ক্লাস টেস্ট নেয়া যেতে পারে। লিখিত, মৌখিক, ব্যবহারিক কাজ অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে ক্লাস টেস্ট নেবেন। একাধিক ক্লাস টেস্ট নেয়ার ক্ষেত্রে গড় নম্বর বিবেচনা করতে হবে। শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ক্লাস টেস্ট নিতে হবে এবং ফলাফল পর্যালোচনা করে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম

পাঠ্যপুস্তক আছে এমন বিষয়সমুহের ক্ষেত্রে প্রতি প্রান্তিক শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ৭০ নম্বরের সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা অনুসারে একটি প্রান্তিকে যতটি অধ্যায়/পাঠ সম্পন্ন হবে, তার ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও রুটিন প্রণয়ন করে সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়ভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বণ্টন পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

খ.১ লিখিত পরীক্ষা

সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়ন, তথ্য সংরক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষক প্রমাণক হিসেবে তা সংরক্ষণ করবেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য রুটিনে পৃথক দিন উল্লেখ

থাকবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত অনুশীলনীর পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে শিখনফল অনুসারে নতুন প্রশ্ন সন্নিবেশিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত ও মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো বিষয়ভিত্তিক অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

২. শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

নিচে প্রাথমিক স্তরে শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন তুলে ধরা হলো:

২.১ শ্রেণিভিত্তিক নম্বরের শতকরা হার

শ্রেণি	বিষয়ভিত্তিক পাঠদান উপকরণ	ধারাবাহিক মূল্যায়ন		সামষ্টিক মূল্যায়ন	
		শতকরা হার	সময়	শতকরা হার	সময়
প্রথম ও দ্বিতীয়	পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা	৫০%	নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন	৫০%	প্রতি প্রান্তিকে একবার
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম	পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা	৩০%		৭০%	
প্রথম-পঞ্চম	শিক্ষক সহায়িকা	১০০%		-	

২.২ বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

বিভিন্ন শ্রেণিতে বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর এবং সময় বণ্টন নিচে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পেয়ে থাকে, সে সকল বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে। যে সকল বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক নেই, শুধু শিক্ষক সহায়িকার ভিত্তিতে পাঠদান হয়ে থাকে, সে সকল বিষয়ে ৫০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে।

শ্রেণি	বিষয়ের নাম	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় (প্রতি প্রান্তিক)	ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময়
প্রথম ও দ্বিতীয়	বাংলা	৫০	৫০	১০০	১:০০ ঘণ্টা	নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষকের সুবিধামতো
	ইংরেজি	৫০	৫০	১০০	১:০০ ঘণ্টা	
	গণিত	৫০	৫০	১০০	১:০০ ঘণ্টা	
	সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)	৫০	--	৫০	--	
	ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)	৫০	--	৫০	--	
	শিল্পকলা	৫০	--	৫০	--	
	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	৫০	--	৫০	--	
			সর্বমোট	৫০০		
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম	বাংলা	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষকের সুবিধামতো
	ইংরেজি	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	
	গণিত	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	
	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	
	বিজ্ঞান	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	
	ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)	৩০	৭০	১০০	২:৩০ ঘণ্টা	
	শিল্পকলা	৫০	--	৫০	--	
	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	৫০	--	৫০	--	
			সর্বমোট	৭০০		

২.৩ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

প্রতি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র এবং শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

শ্রেণি	বিষয়	১ম প্রান্তিক/২য় প্রান্তিক/৩য় প্রান্তিক				
		ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র				
		১.১ পাঠ্যপুস্তক/শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা	১.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা	১.৩ ভাষা দক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা	১.৪ ক্লাস টেস্ট	সর্বমোট
প্রথম ও দ্বিতীয়	বাংলা	২০	৫	৫	২০	৫০
	ইংরেজি	২০	৫	৫	২০	৫০
	গণিত	২০	৫	৫	২০	৫০
	সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)	২০	৫	৫	২০	৫০
	ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)	২০	৫	৫	২০	৫০
	শিল্পকলা	২০	৫	৫	২০	৫০
	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	২০	৫	৫	২০	৫০
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম	বাংলা	১০	৫	৫	১০	৩০
	ইংরেজি	১০	৫	৫	১০	৩০
	গণিত	১০	৫	৫	১০	৩০
	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০	৫	৫	১০	৩০
	বিজ্ঞান	১০	৫	৫	১০	৩০
	ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)	১০	৫	৫	১০	৩০
	শিল্পকলা	২০	৫	৫	২০	৫০
	শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	২০	৫	৫	২০	৫০

৩. পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণের শর্তাবলি

পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হলে শিক্ষার্থীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে:

- শিক্ষার্থীকে প্রতি প্রান্তিকে মোট কার্যদিবসের ন্যুনতম ৮৫% শ্রেণিতে উপস্থিত থাকতে হবে;
- শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক পাশ নম্বর ৪০%। তবে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পাশ নম্বর ৩৩%;
- পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে তিন প্রান্তিকে মোট নম্বরের গড় ৪০% নম্বর পেতে হবে;
- প্রতি প্রান্তিকের সামষ্টিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকতে হবে। তবে, অসুস্থতাজনিত/অনিবার্য কারণে কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে শিক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে নতুন প্রশ্নপত্রে বিকল্প পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

৪. ফলাফল ও শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি

ফলাফল ও শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরিতে নিম্নবর্ণিত কাজ করতে হবে:

৪.১ মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ;

৪.২ শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি;

উপর্যুক্ত কাজ দুটি নিচে ধাপে ধাপে বর্ণিত হলো।

৪.১ মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক

মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের জন্য ছক ‘ক’, ৫০ নম্বরের জন্য ছক ‘খ’ নমুনা হিসেবে প্রদান করা হলো। শিক্ষক নমুনা ছকের আলোকে শ্রেণিভিত্তিক/বিষয়ভিত্তিক রেজিস্টার তৈরি করে মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক ‘ক’: পূর্ণমান ১০০

শ্রেণি: প্রথম/দ্বিতীয় বিষয়: বাংলা/ইংরেজি/গণিত

নাম ও রোল	১ম প্রান্তিক							২য় প্রান্তিক							৩য় প্রান্তিক							চূড়ান্ত ফলাফল		
	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					সামষ্টিক (৫০)		ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					সামষ্টিক (৫০)		ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					সামষ্টিক (৫০)				
	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট নম্বর	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট নম্বর	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা /বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট নম্বর	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	তিন প্রান্তিকের গড়	গ্রেড	মন্তব্য

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর:

মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক ‘খ’: পূর্ণমান ৫০

শ্রেণি: প্রথম/দ্বিতীয় বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) /ধর্মশিক্ষা (ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্ট)/শিল্পকলা/শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	১ম প্রান্তিক					২য় প্রান্তিক					৩য় প্রান্তিক					চূড়ান্ত ফলাফল		
	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)							
	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	তিন প্রান্তিকের গড়	গ্রেড	মন্তব্য

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর:

মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক ‘ক’: পূর্ণমান ১০০

শ্রেণি: তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম

বিষয়: বাংলা/ইংরেজি/গণিত/বিজ্ঞান/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ধর্মশিক্ষা (ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্ট)

নাম ও রোল	১ম প্রান্তিক							২য় প্রান্তিক							৩য় প্রান্তিক							চূড়ান্ত ফলাফল		
	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০)					সামষ্টিক (৭০)		ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০)					সামষ্টিক (৭০)		ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০)					সামষ্টিক (৭০)				
	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট ( )	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট ( )	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	পাঠ্য পুস্তকের কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা /বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	মোট ( )	লিখিত ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (১০০)	তিন প্রান্তিকের গড়	গ্রেড	মন্তব্য

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর:

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর:

মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ ছক ‘খ’: পূর্ণমান ৫০

শ্রেণি: তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম

বিষয়: শিল্পকলা/শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	১ম প্রান্তিক					২য় প্রান্তিক					৩য় প্রান্তিক					চূড়ান্ত ফলাফল		
	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)					ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০)							
	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	শিক্ষক সহায়িকার কাজ ( )	শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা ( )	ভাষাদক্ষতা/ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা ( )	ক্লাস টেস্ট ( )	প্রান্তিক সর্বমোট (৫০)	তিন প্রান্তিকের গড়	গ্রেড	মন্তব্য

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর:

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর:

৪.২ শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি

প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড	শিখন অর্জন
৮০% -১০০%	A	অতি উত্তম
৬০%-৭৯%	B	উত্তম
৪০%-৫৯%	C	সন্তোষজনক
০%- ৩৯%	D	সহায়তা প্রয়োজন

- প্রতি প্রান্তিকে প্রতি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি করে মোট নম্বর হিসাব করতে হবে এবং শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।
- ৩য় প্রান্তিক শেষে তিন প্রান্তিকের বিষয়ভিত্তিক গড় নম্বর এবং পাশের ছক অনুযায়ী গ্রেড প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের জন্য তিন প্রান্তিকের প্রাপ্ত মোট নম্বরের সমষ্টিকে সর্বমোট নম্বর সাপেক্ষে শতকরায় রূপান্তর করে পাশের ছক অনুযায়ী সমন্বিত গ্রেড প্রদান করতে হবে।

  উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় শ্রেণিতে প্রতি প্রান্তিকে সর্বমোট ৭০০ নম্বরের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। ধরা যাক, তৃতীয় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী ১ম প্রান্তিকে মোট ৫২০, ২য় প্রান্তিকে মোট ৫৮০ এবং ৩য় প্রান্তিকে মোট ৬১০ নম্বর পেয়েছে।

  তিন প্রান্তিকে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়, $(৫২০ + ৫৮০ + ৬১০) \div ৩ = ৫৭০$

  শতকরা গড় নম্বর, $\frac{\text{প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়}}{\text{সর্বমোট নম্বর}} \times ১০০ = \frac{৫৭০}{৭০০} \times ১০০ = ৮১.৪২$, অর্থাৎ ৮১.৪২%

  সুতরাং, তার সমন্বিত গ্রেড A (অতি উত্তম)
- অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রতি প্রান্তিকে মোট কার্যদিবস এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতি উল্লেখ করতে হবে।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি অংশে শিক্ষার্থীদের ‘সক্রিয়তা’, ‘শৃঙ্খলা’ ও ‘আচরণ’ পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক তাদের অবস্থান ‘ক’, ‘খ’ বা ‘গ’ উল্লেখ করবেন। শিক্ষার্থীদের ‘সক্রিয়তা’, ‘শৃঙ্খলা’ ও ‘আচরণ’ উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করবেন।
- প্রতি প্রান্তিকে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড অভিভাবককে অবহিত করে স্বাক্ষর নিয়ে শ্রেণি শিক্ষককে সংরক্ষণ করতে হবে। অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। শ্রেণিশিক্ষক ৩য় প্রান্তিকে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদনের একটি কপি অভিভাবককে হস্তান্তর করবেন।

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদনের দুটি নমুনা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নমুনা-ক এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য নমুনা-খ) সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রান্তিক	শ্রেণি শিক্ষকের সার্বিক মতামত	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
১ম প্রান্তিক				
২য় প্রান্তিক				
৩য় প্রান্তিক				

প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড	শিখন অর্জন
৮০%-১০০%	A	অতি উত্তম
৬০%-৭৯%	B	উত্তম
৪০%-৫৯%	C	সন্তোষজনক
০%-৩৯%	D	সহায়তা প্রয়োজন

শ্রেণি শিক্ষকের নাম :..মোবাইল নম্বর: ....

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

.... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীর নাম : ....

শ্রেণি : প্রথম/দ্বিতীয় রোল/আইডি ....

গ্রাম : .... পোস্ট :....................................

উপজেলা/থানা : .... জেলা :....................................

অভিভাবকের নাম :.................................. মোবাইল নম্বর : ....

	১ম প্রান্তিক			২য় প্রান্তিক			৩য় প্রান্তিক			চূড়ান্ত ফলাফল		
বিষয় (পূর্ণমান)	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	প্রান্তিকের গড় নম্বর	বিষয় গ্রেড	সমন্বিত গ্রেড
বাংলা (১০০)												
ইংরেজি (১০০)												
গণিত (১০০)												
সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) (৫০)		......			......			......				
ধর্মশিক্ষা (৫০)		......			......			......				
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা (৫০)		......			......			......				
শিল্পকলা (৫০)		......			......			......				
সর্বমোট নম্বর (৫০০)	১ম প্রান্তিকে মোট			২য় প্রান্তিকে মোট			৩য় প্রান্তিকে মোট					

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি	অবস্থান	উত্তম	সন্তোষজনক	উন্নতি প্রয়োজন
		ক	খ	গ

গুণাবলি	বর্ণনা	১ম প্রান্তিক	২য় প্রান্তিক	৩য় প্রান্তিক
সক্রিয়তা	শিক্ষকের নির্দেশনামতো পাঠ্যপুস্তকের কাজ/ওয়ার্কশিট সম্পন্ন করা; বাড়ির কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা; জোড়ায়/দলগত কাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করা; প্রশ্নোত্তরে অংশ নেওয়া ইত্যাদি			
শৃঙ্খলা	বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকা; বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি			
আচরণ	শিক্ষক/বড়োদের সম্মান করা; ছোটদের স্নেহ করা; অন্যের প্রতি সমানুভূতিশীল হওয়া; সহযোগিতা করা; ভুল হলে স্বীকার করা; অন্যকে কষ্ট না দেওয়া; মিলেমিশে থাকা ইত্যাদি			

উপস্থিতি			
	১ম প্রান্তিক	২য় প্রান্তিক	৩য় প্রান্তিক
মোট কার্যদিবস			
শিক্ষার্থীর উপস্থিতি			

প্রান্তিক	শ্রেণি শিক্ষকের সার্বিক মতামত	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
১ম প্রান্তিক				
২য় প্রান্তিক				
৩য় প্রান্তিক				

প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড	শিখন অর্জন
৮০%-১০০%	A	অতি উত্তম
৬০%-৭৯%	B	উত্তম
৪০%-৫৯%	C	সন্তোষজনক
০%-৩৯%	D	সহায়তা প্রয়োজন

শ্রেণি শিক্ষকের নাম :..মোবাইল নম্বর: ....

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন

.... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীর নাম : ....

শ্রেণি : তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম রোল/আইডি ....

গ্রাম : .... পোস্ট :......................................

উপজেলা/থানা : .... জেলা :..

অভিভাবকের নাম :...................................... মোবাইল নম্বর : ....

বিষয় (পূর্ণমান)	১ম প্রান্তিক			২য় প্রান্তিক			৩য় প্রান্তিক			চূড়ান্ত ফলাফল		
	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	ধারাবাহিক নম্বর	সামষ্টিক নম্বর	মোট নম্বর	প্রান্তিকের গড় নম্বর	বিষয় গ্রেড	সমন্বিত গ্রেড
বাংলা (১০০)												
ইংরেজি (১০০)												
গণিত (১০০)												
বিজ্ঞান (১০০)												
বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (১০০)												
ধর্মশিক্ষা (১০০)												
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা (৫০)		......			......			......				
শিল্পকলা (৫০)		......			......			......				
সর্বমোট নম্বর (৭০০)	১ম প্রান্তিকে মোট			২য় প্রান্তিকে মোট			৩য় প্রান্তিকে মোট					

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি	অবস্থান	উত্তম	সন্তোষজনক	উন্নতি প্রয়োজন
		ক	খ	গ

গুণাবলি	বর্ণনা	১ম প্রান্তিক	২য় প্রান্তিক	৩য় প্রান্তিক
সক্রিয়তা	শিক্ষকের নির্দেশনামতো পাঠ্যপুস্তকের কাজ/ওয়ার্কশিট সম্পন্ন করা; বাড়ির কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা; জোড়ায়/দলগত কাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করা; প্রশ্নোত্তরে অংশ নেওয়া ইত্যাদি			
শৃঙ্খলা	বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকা; বিদ্যালয়ের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি			
আচরণ	শিক্ষক/বড়োদের সম্মান করা; ছোটদের স্নেহ করা; অন্যের প্রতি সমানুভূতিশীল হওয়া; সহযোগিতা করা; ভুল হলে স্বীকার করা; অন্যকে কষ্ট না দেওয়া; মিলেমিশে থাকা ইত্যাদি			

উপস্থিতি			
	১ম প্রান্তিক	২য় প্রান্তিক	৩য় প্রান্তিক
মোট কার্যদিবস			
শিক্ষার্থীর উপস্থিতি			

৫. ফলাবর্তন প্রদান

- শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতা ও শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের পর অপারগ শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের মূল্যায়ন পত্র (খাতা) শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে দেখাবেন এবং উন্নয়নের জন্য ফলাবর্তন প্রদান করবেন;
- বিষয়ভেদে শিক্ষক মূল্যায়নের প্রমাণক হিসেবে শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক, খাতা, অ্যাক্টিভিটি শিট, তৈরিকৃত বস্তু/ক্রাফ্ট ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

৬. অন্যান্য নির্দেশনা

নির্দেশনা-ক

- শিক্ষক শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত যোগ্যতা এবং শিক্ষক সহায়িকার সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়বেন;
- যে সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক নেই, শুধু শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন নির্দেশিকার ক ও খ অংশে শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;
- অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর জন্য শিখন অর্জনের ব্যবস্থাসহ বর্ণিত সময়ে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;

নির্দেশনা-খ

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনুসৃত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে;
- এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে খেলাভিত্তিক পদ্ধতি (যেমন: পাজল মেলানো), মৌখিক, প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ, প্রোজেক্টভিত্তিক কাজ, ছবি দিয়ে বর্ণনা করতে দেওয়া, ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বলতে/লিখতে দেওয়া, বস্তু সাজানো, সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া, শ্রুতি লিখনসহ শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত নির্দেশনা/পদ্ধতি অনুসরণ করবেন;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নে সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে লিখিত পরীক্ষায় বড় ফন্ট ব্যবহার করা এবং ১০ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও, রোল-প্লে, কন্ট্রোল প্রশ্ন (যেমন মিলকরণ, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়, এমসিকিউ ইত্যাদি), টাস্ক কার্ড পদ্ধতি, গল্প বলা ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে;
- শিক্ষক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিষয়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

অংশ-ক

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

বিষয়:

১. বাংলা
২. ইংরেজি
৩. গণিত
৪. সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)
৫. ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)
৬. শিল্পকলা
৭. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

বিষয়: বাংলা

শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে বাংলা বিষয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক.ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত জায়গায় শিক্ষার্থীদের কাজ করতে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর কাজ যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন ও প্রাসঙ্গিক ফলাবর্তন দেবেন।
- বিষয়ভিত্তিক এমন কিছু কাজ থাকে যেগুলো পাঠ্যপুস্তকে করা সম্ভব নয়, সেগুলো শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন। যেমন- শোনা ও বলা, ভূমিকাভিনয়, সরব পাঠ, প্রদর্শন, উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নোট নেবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অনুশীলন খাতায় বা আলাদা কাগজে পাঠ্যপুস্তকের কাজসমূহ করতে দিতে পারেন। পরবর্তীতে সেগুলো যাচাই করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- প্রতিটি প্রান্তিক শেষে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ ও যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণি কাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শ্রেণিকাজ শুরু ও সম্পন্ন করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনামতো একক/জোড়ায়/দলগত কাজে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করে;
- রোল-প্লে/প্রেজেন্টেশন/প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে ও সম্পন্ন করে;
- বাড়ির কাজ দেওয়া হলে তা সময়মতো সম্পন্ন করে।
- প্রতিটি প্রান্তিক শেষে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাত্রা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৩ ভাষাদক্ষতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখনফলের আলোকে শিক্ষক প্রত্যেক পিরিয়ডে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সময় শিক্ষক সচেতনভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ করবেন। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময় বিশেষ করে 'পড়া' দক্ষতার ওপর শিক্ষক গুরুত্ব দেবেন। শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন। বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য সমমানের পাঠ পড়তে দিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে উত্তর বলতে/লিখতে বলবেন।
- প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষদিকে শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন কোন অবস্থায় আছে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- শিক্ষক কয়েকটি পাঠ শেষে ক্লাস টেস্ট নেবেন। লিখিত ও মৌখিক কাজের সমন্বয়ে ক্লাস টেস্ট নেওয়া যেতে পারে।

- শোনা, বলা ও পড়া দক্ষতার মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের কাজসমূহ বিবেচনায় নেবেন।
- শ্রেণি পাঠদানের সময়েই ক্লাস টেস্ট নেবেন। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনায় প্রদত্ত 'পুনরালোচনামূলক পাঠ' এর স্থলেও ক্লাস টেস্ট নিতে পারেন।
- ক্লাস টেস্টে ভাষার চারটি দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। ক্লাস টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক বিষয়বস্তু ও সময় অনুযায়ী প্রতি প্রান্তিকে দুই বা ততোধিক ক্লাস টেস্ট নেবেন এবং গড় নম্বর প্রদান করবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৫০ নম্বর)

- প্রতি শিক্ষাবর্ষকে তিনটি প্রান্তিকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে ৫০ নম্বরের সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রশ্নপত্রেই উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন পদগুলো নির্বাচন করতে হবে।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

প্রথম শ্রেণি

১ম প্রান্তিক		২য় প্রান্তিক		৩য় প্রান্তিক	
প্রশ্নের আইটেম	**নম্বর বণ্টন**	**লিখিত – ৫০ নম্বর প্রশ্নের আইটেম**	**নম্বর বণ্টন**	**লিখিত – ৫০ নম্বর প্রশ্নের আইটেম**	**নম্বর বণ্টন**
১। ধারাবাহিকভাবে স্বরবর্ণ লেখা	১×৫=৫	১। ধারাবাহিকভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা	১×৫=৫	১। ছবি দেখে বাক্য লেখা/ শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা	২×৫=১০
২। ধারাবাহিকভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা	১×৫=৫	২। পরের/আগের বর্ণ লেখা	২×৫=১০	২। ছড়ার/কবিতার চরণ লেখা	১০
৩। বর্ণ ও কারচিহ্ন মিল করা/বর্ণ দেখে কারচিহ্ন লেখা	২×৫=১০	৩। ফাঁকা ঘরে কারচিহ্ন/বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করা	২×৫=১০	৩। প্রশ্নের উত্তর লেখা	২×৫=১০
৪। পরের/আগের বর্ণ লেখা	২×৫=১০	৪। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করা	২×৫=১০	৪। শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ/ সংখ্যাবাচক শব্দ লেখা	১×৫=৫
৫। ফাঁকা ঘরে কারচিহ্ন বসিয়ে শব্দ তৈরি করা	২×৫=১০	৫। ছবি দেখে শব্দ/বাক্য লেখা	২×৫=১০	৫। বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	১০
৬। এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ লেখা	২×৫=১০	৬। দেখে দেখে শব্দ/বাক্য লেখা	১×৫=৫	৬। পরিচিত তথ্য দিয়ে ছক পূরণ করা	১×৫=৫

দ্বিতীয় শ্রেণি

১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক	
প্রশ্নের আইটেম	**নম্বর বণ্টন (লিখিত ৫০ নম্বর)**
১। এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা/শব্দের অর্থ লেখা	১×৫=৫
২। যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখা	১×১০=১০
৩। প্রশ্নের উত্তর লেখা	২×৫=১০
৪। উত্তর বাছাই করে লেখা/খালিঘরে বর্ণ/শব্দ বসিয়ে যথাক্রমে শব্দ/বাক্য লেখা	১×৫=৫
৫। ছড়া/কবিতার চরণ লেখা	২+২+৬=১০
৬। বিষয় সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখা	১×৫=৫
৭। বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লেখা/ছক পূরণ করা	১×৫=৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: ইংরেজি
শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে ইংরেজি (English for Today) বিষয়ের **(প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি)** জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক.ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত জায়গায় শিক্ষার্থীদেরকে অ্যাক্টইভিটিসমূহ করতে/লিখতে দেবেন। যেমন- মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য/মিথ্যা, বহুনির্বাচনী, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অ্যাক্টিভিটি পাঠ্যপুস্তকে করবে। শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর/প্রতি প্রান্তিক শেষে সকল শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রাসঙ্গিক ফলাবর্তন দিয়ে শিক্ষার্থীকে নম্বর প্রদান করবেন।
- শিক্ষক অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি পাঠ পরিচালনার সময় পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন নিশ্চিত করবেন, কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখা যাবে না।
- পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অনুশীলন খাতায় বা আলাদা কাগজে (ওয়ার্কশিট) পাঠ্যপুস্তকের কাজসমূহ করতে দিতে পারেন। পরবর্তীতে সেগুলো যাচাই করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- প্রতিদিনের সেশনে এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি/কাজ থাকে যেগুলো পাঠ্যপুস্তকে করা সম্ভব নয়, সেগুলো শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন। যেমন- শোনা ও বলা, রোল-প্লে, সরব পাঠ, প্রদর্শন, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নোট নেবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে;
- শিক্ষার্থী পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শ্রেণিকাজ সঠিকভাবে শুরু ও সম্পন্ন করে;
- শ্রেণিকক্ষে একক/জোড়ায়/দলগত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে;
- রোল-প্লে/প্রেজেন্টেশন/প্রজেক্ট ওয়ার্ক করতে আগ্রহী হয়;

শিক্ষক উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রতি প্রান্তিকে শিক্ষার্থীকে একবার মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৩ ভাষাদক্ষতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) মূল্যায়নে প্রতিটি সেশনে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন যোগ্যতা/শিখনফল সংশ্লিষ্ট ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সময় শিক্ষক সচেতনভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- ধারবাহিক মূল্যায়নের এ অধিক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষ করে 'পড়া' দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করবেন। শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন এবং reading with understanding যাচাইয়ের জন্য অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অর্জনের হার একই রকম নয়; কেউ দ্রুত শেখে, কারো শিখতে সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষদিকে শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন কোন অবস্থায় আছে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- শিক্ষক প্রতি অধ্যায় শেষে বা গুচ্ছভিত্তিক কয়েকটি সেশনের পর ক্লাস টেস্ট নেবেন। স্বাভাবিক সময়ে শ্রেণি চলাকালীন ক্লাস টেস্ট নেবেন, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্লাস বাদ দিয়ে শুধু ক্লাস টেস্ট নেওয়া যাবে না।
- ক্লাস টেস্টে ভাষার চারটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) উপর মূল্যায়ন করবেন। ভাষার বিভিন্ন দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নবির্ণিত বিষয় ও কাজসমূহ থেকে যৌক্তিকভাবে এক/একাধিক কার্যক্রম বাছাই করবেন।

  Listening

  - শিক্ষক command and instruction related lessons, sound এবং listening focus text ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান করবেন;
  - শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি Text/Rhyme/Poem শিক্ষার্থীকে শোনাবেন। এরপর ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শোনার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

  Speaking

  - শিক্ষার্থী নিজের/চারপাশের/পাঠ্যপুস্তকে পরিচিত হয়েছে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক উচ্চারণে ১ মিনিট বলবে;
  - শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন;
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতা যাচাই করবেন।

  Reading

  - পাঠ্যপুস্তকের/সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ সরবে পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থী তা সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছেন কিনা তা যাচাই করবেন;
  - শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের/সমমানের Text পড়তে দিয়ে তার উপরে মৌখিক প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন এবং পঠন বোধগম্যতা যাচাই করবেন।

- ক্লাস টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- শিক্ষক বিষয়বস্তু ও সময় অনুযায়ী প্রতি প্রান্তিকে ১৫ নম্বরের দুই বা ততোধিক ক্লাস-টেস্ট নেবেন এবং গড় নম্বর প্রদান করবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৫০ নম্বর)

- লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রেই উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকের শিখন যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু বিবেচনায় নিয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

প্রথম শ্রেণি

1st/ 2nd/ 3rd Terminal	
List of the items	**Marks distribution (Written-50)**
Students will write the answers to questions 1 to 5 in the answer scripts.	
1. Matching small letters with capital letters	10
2. Writing capital letters	10
3. Writing small letters	10
4. Writing the first letter/missing letters of each word in both small and capital seeing the pictures	10
5. Counting and writing the numbers	10

দ্বিতীয় শ্রেণি

[শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকের শিখন যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু বিবেচনায় নিয়ে নিম্নলিখিত ১ থেকে ১১ ক্রমিকের আইটেমগুলো থেকে ৫০ নম্বরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন।]

1st/ 2nd/ 3rd Terminal		
Students will write the answers to questions 1 to 11 in their answer scripts.		
List of the items	**Marks distribution**	**Remarks**
1. Matching words with pictures	2×5=10	
2. Writing words for the given pictures	2×5=10	
3. Rearranging the letters to make meaningful words	2×5=10	
4. Writing the numbers in figures in the blanks	1×5=5	
5. Writing the numbers in words	1×5=5	
6. Completing dialogue using the relevant information	2×5=10	
7. Writing the names of the weekdays/colours/ shapes/sizes	10	[For 2nd & 3rd terminal]
8. Reading text and answering questions: i) Multiple Choice Questions ii) Fill in the blanks with correct words	1×10=10	[For 3rd terminal only]
9. Using correct articles/punctuation marks in the sentences	1×5=5	[For 3rd terminal only]
10. Making meaningful sentences from the substitution table	2×5=10	[For 3rd terminal only]
11. Writing five sentences about a topic (by answering a set of quetions)	5	[For 3rd terminal]

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: গণিত

শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে প্রাথমিক গণিত বিষয়ের **(**প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি**)** জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক.ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তকেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিয়ে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- যে সকল কাজের জন্য অনুশীলন খাতা প্রয়োজন সেগুলো অনুশীলন খাতায় সম্পন্ন করাবেন এবং অনুশীলন খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে সেগুলো প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে সম্পন্ন করিয়ে নেবেন।
- শিক্ষক প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে কোনো একটি সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের কাজের মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

শিক্ষক নিম্নোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করে শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন:

- শিক্ষার্থী পাঠ চলাকালে পাঠসংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজ, বাড়ির কাজ, অনুশীলন নিয়মিত সম্পাদন করে;
- পাঠের সময় বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে;
- সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করে এবং সহপাঠীদের সহযোগিতা করে;
- শ্রেণিকক্ষের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, অঙ্কন সামগ্রী নিয়মিত নিয়ে আসে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শিক্ষক নিম্নোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর আলোকে বোধগম্যতা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন:

- তুলনা: শিক্ষার্থীরা বস্তু/ছবি কম-বেশি, ছোটো-বড়ো, খাটো-লম্বা, কাছে-দূরে, হালকা-ভারি তুলনা করতে পারে।
- গণনা: ছবি/বস্তু গণনা করতে পারে এবং সংখ্যা চিনে ছবির সাথে মিল করতে পারে।
- সংখ্যা: সংখ্যা চেনে, সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারে এবং স্থানীয় মানের সাহায্যে কম-বেশির ধারণা প্রকাশ করতে পারে।
- যোগ ও বিয়োগ: যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন দেখে যোগ-বিয়োগ করতে পারে। গাণিতিক সমস্যা পড়ে সমাধান প্রক্রিয়া বলতে পারে।
- গুণ: গুণ চিহ্ন দেখে গুণ করতে পারে। গাণিতিক সমস্যা পড়ে সমাধান প্রক্রিয়া বের করতে এবং সমাধান করতে পারে।
- জ্যামিতিক আকৃতি ও প্যাটার্ন বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক আকৃতি ও প্যাটার্ন শনাক্ত করতে পারে।
- পরিমাপ: দৈর্ঘ্য, ওজন, তরল পদার্থের আয়তন ও সময় পরিমাপের ধারণা আছে এবং পরিমাপ করতে পারে।

- মুদ্রা: বাংলাদেশি মুদ্রা চেনে ও মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।
- উপাত্ত: আলাদা বস্তু সারণি আকারে সাজাতে পারে।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে এক বা একাধিক অধ্যায় শেষে ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করবেন।
- ক্লাস টেস্ট লিখিত, মৌখিক, হাতেকলমে/ব্যবহারিক কাজ, প্রজেক্ট বা অন্য কাজের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষক শ্রেণিকার্যের মধ্যেই স্বল্প সময়ে ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করবেন।
- প্রতি প্রান্তিকে কমপক্ষে ২টি ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করতে হবে, তবে সার্বিক ফলাফল তৈরিতে গড় নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

খ.১ লিখিত (৫০ নম্বর)

- সামষ্টিক মূল্যায়নে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকের শিখন যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু বিবেচনায় নিয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন।
- শিক্ষার্থীরা সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে লিখিত পশ্নের উত্তর দেবে।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গণিত লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো নিচে দেওয়া হলো।

প্রথম শ্রেণি - গণিত

পূর্ণমান: ৫০

১ম প্রান্তিক মূল্যায়ন			২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন			৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন		
ক্র নং	বিষয়	নম্বর	ক্র নং	বিষয়	নম্বর	ক্র নং	বিষয়	নম্বর
১.	ছবি দেখে তুলনা করা (৫টি প্রশ্ন থাকবে ৫টির উত্তর করতে হবে।)	৫	১.	কথায় লেখা	৫	১.	কথায় লেখা	৫
২.	ছবি গণনা করে সংখ্যা শনাক্ত করা (বৃত্ত / √) চিহ্ন দিয়ে) (৫টি প্রশ্ন থাকবে ৫টির উত্তর করতে হবে।)	৫	২.	স্থানীয় মান নির্ণয় করা	৫	২.	স্থানীয় মান নির্ণয় করা	৫
৩.	দাগ টেনে মিল করা	৫	৩.	সংখ্যার তুলনা করা	৫	৩.	সংখ্যার তুলনা করা	৫
৪.	খালি ঘর পূরণ করা	৫	৪.	খালি ঘর পূরণ করা	৫	৪.	খালি ঘর পূরণ করা	৫
৫.	ক্রমে সাজানো (ছোটো থেকে বড়ো / বড়ো থেকে ছোটো)	৫	৫.	ক্রমে সাজানো (ছোটো থেকে বড়ো / বড়ো থেকে ছোটো)	৫	৫.	ক্রমে সাজানো (ছোটো থেকে বড়ো / বড়ো থেকে ছোটো)	৫
৬.	যোগ করা (পাশাপাশি, অনুর্ধ্ব ১০)	৫	৬.	যোগ করা (পাশাপাশি, অনুর্ধ্ব ৪০)	৫	৬.	যোগ ও বিয়োগ করা (পাশাপাশি, অনুর্ধ্ব ১০০)	৫
৭.	বিয়োগ করা (পাশাপাশি, অনুর্ধ্ব ১০)	৫	৭.	বিয়োগ করা (পাশাপাশি, অনুর্ধ্ব ৪০)	৫	৭.	নোট দিয়ে কোনো বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা	৫
৮.	চিত্র দেখে আকৃতির নাম লেখা	৫	৮.	আকৃতি দিয়ে চিত্র আঁকা	৫	৮.	আকৃতি দিয়ে চিত্র আঁকা	৫
৯.	যোগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ১০)	৫	৯.	যোগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ৪০)	৫	৯.	যোগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ১০০)	৫
১০.	বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ১০)	৫	১০.	বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ৪০)	৫	১০.	বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা (অনুর্ধ্ব ১০০)	৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি - গণিত

পূর্ণমান: ৫০

১ম প্রান্তিক

ক্র নং	বিষয়	নম্বর
১.	কথায় লেখা	৫
২.	অঙ্কে লেখা	৫
৩.	সংখ্যাটিতে কতগুলো হাজার, শতক, দশ ও এক আছে?	৫
৪.	সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড়ো ক্রমানুসারে সাজানো	৫
৫.	প্রদত্ত সংখ্যাগুলো থেকে জোড় ও বিজোড় সংখ্যা আলাদা করে লেখা	৫
৬.	পরবর্তী সংখ্যাগুলো কত হবে?	৫
৭.	ক্রমবাচক সংখ্যা	৫
৮.	যোগ করি	৫
৯.	যোগের সমস্যা সমাধান	৫
১০.	জ্যামিতিক আকৃতির নাম লেখা (পাঁচটি বস্তুর)	৫

২য় প্রান্তিক

ক্র নং	বিষয়	নম্বর
১.	বিয়োগ করা	৫
২.	বিয়োগের সমস্যা সমাধান	৫
৩.	খালিঘর পূরণ	৫
৪.	যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা	৫
৫.	যোগ সংক্রান্ত সমস্যা (হাতে রেখে)	১০
৬.	বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (হাতে রেখে)	৫
৭.	যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (হাতে রেখে)	১০
৮.	বস্তুর সাথে আকৃতিসমূহের দাগ টেনে মিল করা	৫

৩য় প্রান্তিক

ক্র নং	বিষয়	নম্বর
১.	গুণ করা	৫
২.	গুণের সমস্যা সমাধান	১০
৩.	সাত দিনের নাম ক্রমানুসারে লেখা	৫
৪.	বারো মাসের নাম লেখা	৫
৫.	মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান	৫
৬.	সংখ্যাকে ট্যালি চিহ্নে প্রকাশ করা	১০
৭.	জ্যামিতিক আকৃতি অঙ্কন (তিনকোনা, চারকোনা, গোলাকৃতি)	১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)
শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) বিষয়ের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেহেতু পাঠ্যপুস্তক নেই, সেহেতু শিক্ষক পাঠদানকালে শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। পাঠদানকালে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দেবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- পাঠদানের শেষাংশে বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী মৌখিক প্রশ্ন, উপস্থাপন, প্রদর্শন ইত্যাদি উপায়ে মূল্যায়ন করবেন।
- একদিনে যতজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা সম্ভব তাদের মূল্যায়ন করবেন এবং প্রাপ্ত নম্বর নিজস্ব নোটবুক বা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন। এভাবে একটি প্রান্তিকে বিভিন্ন দিনে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়ন শেষে ফলাফল ছকে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা মূল্যায়নের সময় শিক্ষক নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন:

- শ্রেণিতে প্রশ্ন করা ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া;
- একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং সহযোগিতা করা;
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, মতামত দেওয়া;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা;

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন:

- সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাসমূহ বুঝে প্রকাশ করতে পারা;
- বিষয়সংশ্লিষ্ট চিত্র চিহ্নিত করা ও বলতে পারা;
- সহজ প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া;
- বস্তু/ধারণা সাজানো বা মিলানো;
- বিষয়সংশ্লিষ্ট বাস্তব কাজ/সমস্যা সমাধান করে দেখানো;

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- প্রতি প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত অধ্যায়/পাঠসমূহের শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে ক্লাস টেস্ট নেবেন;
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ক্লাস টেস্টের মৌখিক প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ হতে পারে:

ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন/আইটেম	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর বিভাজন
১	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে)	৫ টি	৫×১=৫
২	শূন্যস্থান পূরণ/মিলকরণ/সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন প্রদান।	৫টি	৫×১=৫
৩	ছবি আঁকা/রঙ করা/চিত্রে চিহ্নিতকরণ	১ টি	১×৫=৫
৪	ব্যবহারিক কাজ (সহায়িকায় প্রদত্ত কাজের আলোকে)		৫
		সর্বমোট নম্বর	২০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: ধর্মশিক্ষা (ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্ট)
শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলী' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- ধর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেহেতু পাঠ্যপুস্তক নেই কাজেই শিক্ষক পাঠদানকালে শিক্ষক সহায়িকার প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী এক বা একাধিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। পাঠদানকালে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দেবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- পাঠদানের শেষাংশে বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী মৌখিক প্রশ্ন, উপস্থাপন, গল্প বলা, প্রদর্শন ইত্যাদি উপায়ে মূল্যায়ন করবেন।
- একদিনে যতজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা সম্ভব তাদের মূল্যায়ন করবেন এবং প্রাপ্ত নম্বর নিজস্ব নোটবুক বা ডায়েরিতে লিখে রাখবেন। এভাবে একটা প্রান্তিকে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রান্তিকের শেষে নির্দিষ্ট মূল্যায়ন ছকে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

শিক্ষক সহায়িকায় থাকা কাজগুলো করানোর সময় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা মূল্যায়নের জন্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন।

- শ্রেণিতে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া;
- জোড়ায়/দলগত কাজে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ;
- দলগত কাজে মতামত/পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শিক্ষক সহায়িকার কাজগুলো করানোর সময়েই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা মূল্যায়ন করবেন। এ জন্য তিনি শিক্ষার্থীকে দিয়ে নিচের কাজগুলো করাতে পারেন।

- একটি বিষয় শুনে নিজের মতো করে বলা।
- কোনো বিষয়ে আলোচনা করার পর উক্ত বিষয় থেকে ২/১টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।
- কোনো বিষয়ে আলোচনার পর উক্ত বিষয়ের ওপর ২/১টি প্রশ্ন তৈরি করা।
- ছবি দেখে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা।
- গল্প/জীবনচরিত শুনে নিজের ভাষায় বলা।
- কোনো শিক্ষণীয় বিষয় ভূমিকাভিনয় করে দেখানো ইত্যাদি।

উদাহরণ:

ইসলাম শিক্ষা	হজরত আদম (আ.) এর আদর্শ সম্পর্কে তোমার শোনা গল্পটি নিজের ভাষায় বলো।
হিন্দুধর্ম শিক্ষা	মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ-এর জীবনচরিত ও আদর্শ সম্পর্কে শুনে নিজের ভাষায় বলো।
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	পালিতে ত্রিশরণ আবৃত্তি করো ও বাংলায় অর্থ বলো।
খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	যীশুর জন্ম কাহিনী নিজের ভাষায় বলো।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- প্রতি প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত অধ্যায়/পাঠসমূহের শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে ক্লাস টেস্ট নেবেন;
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ক্লাস টেস্টের মৌখিক প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ হতে পারে:

প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্নের ধরণ	প্রশ্নের মানবণ্টন
১	এক কথায় উত্তর (৫টি)	১×৫= ৫
২	অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণকরণ/শূন্যস্থান পূরণ (৫টি)	১×৫= ৫
৩	দুটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তর বাছাই (৫টি)	১×৫= ৫
৪.	ঘটনা/জীবনী/বর্ণনামূলক প্রশ্ন (১টি)	৫×১= ৫
	মোট	**২০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক না থাকায় শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত কাজের আলোকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে।
- ধারাবাহিক মুল্যায়ন করার সময় শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত কাজের আলোকে মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন। প্রান্তিক শেষে প্রাপ্ত সকল নম্বরের গড় করে ফলাফল প্রস্তুত করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষক শ্রেণিকাজ চলাকালে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সৃজনশীলতা, উপস্থাপনের মান ও আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড ফর্মে শিক্ষার্থীর 'শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা' ক্ষেত্রের আওতায় সামগ্রিকভাবে প্রতি প্রান্তিকে ৫ নম্বরে মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকাজে শিক্ষকের নির্দেশ বুঝে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের একক, জোড়ায় ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ, সহপাঠীদের প্রতি সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ মূল্যায়ন করবেন।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থীরা পাঠের তথ্য, শব্দার্থ ও মূল ধারণা যথাযথভাবে বুঝতে পারছে কি না তা প্রশ্নোত্তর বা আলোচনার মাধ্যমে যাচাই করবেন। পাশাপাশি তাদের শেখা বিষয় ব্যাখ্যা করতে, বাস্তব জীবনের সাথে মিল রেখে উদাহরণ দিতে পারে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- চিত্র, কার্যপত্র বা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণাগত স্পষ্টতা যাচাই করার পাশাপাশি যেসব শিক্ষার্থীর বুঝতে সমস্যা হয় তাদের জন্য পুনঃব্যাখ্যা করবেন। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া,প্রজেক্টর/ভিজ্যুয়াল উপকরণ ও সহপাঠীর সহায়তার ব্যবস্থা করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড ফর্মে শিক্ষার্থীর 'বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা' ক্ষেত্রের আওতায় সামগ্রিকভাবে প্রতি প্রান্তিকে ৫ নম্বরে মূল্যায়ন করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনুসৃত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- প্রতি প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত অধ্যায়/পাঠসমূহের শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে ক্লাস টেস্ট নেবেন;
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ক্লাস টেস্টের প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ হতে পারে:

পদ্ধতি	ধরন	উদাহরণ প্রশ্ন	মোট নম্বর
মৌখিক	এক কথায় উত্তর	টাটকা ফলমূল খাওয়ার কারণ কী?/অনিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে কোন রোগ হয়? স্বাস্থ্যকর খাবারের উদাহরণ বলো।	৫
মৌখিক	সত্য/মিথ্যা	"খোলা খাবার স্বাস্থ্যকর"/"সাবান ছাড়া হাত ধোয়া যথেষ্ট"	
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সঠিক ধাপ দেখাও।	১০
		এক পায়ে লাফানো বা সহজ/ জিগজ্যাগ দৌড়ের কৌশল দেখাও।	
		নিরাপদ পানির উৎস শিক্ষকের নির্দেশে শনাক্ত করো।	
মৌখিক	ব্যাখ্যামূলক	বন্ধু পড়ে গেলে তুমি কী করবে? বলো।	৫
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	অন্যকে/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীকে সাহায্য করার একটি উপায় দেখাও।	
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য টুথব্রাশ ব্যবহার করার ধাপ দেখাও।	
			মোট- ২০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা)
শ্রেণি: প্রথম ও দ্বিতীয়

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে শিল্পকলা বিষয়ের (১ম ও ২য় শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শিল্পকলা পৃথক চারটি বিষয়- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য এবং নাট্যকলা এর সমন্বিত একটি বিষয়। চারটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।
- চারু ও কারুকলার ক্ষেত্রে শ্রেণিকার্যক্রমে অঙ্কন এবং কারুকলার শিল্পকর্ম নির্মাণ চলাকালে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন এবং কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কাজের মান অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। প্রতিটি প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যতগুলো কাজই জমা হোক না কেনো একত্রে সবগুলো কাজে উত্তম মান বিবেচনায় নিয়ে একটি নম্বর প্রদান করে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।
- সংগীত, নৃত্য ও নাট্যকলার ক্ষেত্রে শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক একক, জোড়া অথবা দলগত কাজ পরিবেশনার সময় ফলাবর্তন দেবেন। অধ্যায় শেষে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর পারদর্শীতা অবলোকন করে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রদত্ত নম্বর নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন।
- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা চারটি বিষয়ের পৃথকভাবে প্রদত্ত নম্বর প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে নিম্নের প্রদত্ত নমুনা ছক অনুযায়ী শিক্ষক নোটখাতায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা মূল্যায়নের সময় নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন:

- স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে;
- শিক্ষকের কথা মনোযোগ সহকারে শুনে;
- নতুন কিছু জানার জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করে;
- সৃজনশীল কাজ করে;
- নিজের চারপাশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে আগ্রহী;
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণ গুছিয়ে রাখে;
- সহপাঠীর কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে;
- কোনো কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে পুনরায় চেষ্টা করে;
- অন্যের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

- পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশ অবলোকন করে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে।
- সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে।
- পারিবারিক আচার-আচরণ কল্পনা করে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে।
- শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও মানবতাবোধ প্রকাশ করতে পেরেছে।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

- শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে শিল্পকলার চারটি বিষয়ের (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা) মূল্যায়ন করা হবে।
- চারুকলা বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত বিষয়বস্তুর আলোকে যেকোনো একটি ছবি শ্রেণিকক্ষে বসে অঙ্কন করতে দেবেন। কারুকলায় মাটি, আর্টিফিসিয়াল ক্লে, কাগজ, নুড়ি পাথর, পাতা, কাপড়, সুতা, ডিমের খোসা, পেপারম্যাস (শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত উপকরণ) ইত্যাদি যে কোন উপকরণ ব্যবহার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি বা দু'টি করে শিল্পকর্ম তৈরি করে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। অঙ্কন এবং কারুকলার কাজের মান অনুযায়ী শিক্ষক চারু ও কারুকলার জন্য আলাদাভাবে নম্বর প্রদানপূর্বক যোগ করে সমন্বিত নম্বর ছকে তুলবেন।
- সংগীতের ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত গানগুলোর মধ্যে থেকে যেকোনো একটি গান নির্বাচন করে পাঁচ বা সাত জনের একটি করে দল গঠন করে দলগতভাবে গাইতে দেবেন। দলগতভাবে গান গাওয়ার সময় সকল শিক্ষার্থী গান গাইছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। যে সকল বিদ্যালয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকবে সেখানে এককভাবে গাইতে দেবেন। সংগীতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গানের কথা মুখস্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেবেন। দলে গান গাওয়ার সময় কোন শিক্ষার্থীর পারগতা অধিকতর যাচাই করতে এককভাবেও গাইতে দেওয়া যেতে পারে।
- নৃত্যের ক্ষেত্রেও সংগীতের অনুরূপ দলগতভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দলগঠন করে শিক্ষক মোবাইল বা যে কোন অডিও ডিভাইসে শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত গান বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে নৃত্য পরিবেশন করতে নির্দেশনা দেবেন। নৃত্যের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর অঙ্গভঙ্গির উপর বেশি গুরুত্ব দেবেন।
- নাট্যকলার ক্ষেত্রেও দলগত কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লিখিত একটি দৃশ্য (যেমন- হাটবাজারের কেনাবেচা) উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে বলবেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অঙ্গভঙ্গিকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন।
- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা চারটি বিষয়ের আলাদা-আলাদা মূল্যায়ন শেষে প্রতিটি বিষয়ের প্রদত্ত নম্বর যোগ করে মোট নম্বর শিল্পকলা বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে পরিগণিত হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ক্লাস টেস্টের প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ হতে পারে:

প্রথম শ্রেণি (শিল্পকলা)

ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন/আইটেম	নম্বর বিভাজন
১।	**চারু ও কারুকলা (৩+২) = ৫ নম্বর** (ক) চারুকলায় ব্যবহৃত উপকরণ ব্যবহার করে প্রকৃতির দু'টি উপাদান (যেমন- ফুল, ফল, পাতা, পাখি, গাছ, মাছ ইত্যাদি) এঁকে রঙ করা। (খ) মাটি অথবা অন্য কোনো উপাদান দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচিত আকৃতি (যেমন- ফুল, ফল, পাতা, পাখি ইত্যাদি) তৈরি ।	৩ ২
২।	**সংগীত - ৫ নম্বর** 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'- গানের কথাগুলো গাওয়া।	৫
৩।	**নৃত্য - ৫ নম্বর** 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'- গানটির নৃত্য ভঙ্গি করে দেখানো।	৫
৪।	**নাট্যকলা - ৫ নম্বর** সাহায্য প্রয়োজন এমন কিছু মানুষের (অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ, বয়স্ক ভিক্ষুক ইত্যাদি) চরিত্র অভিনয় করে দেখানো।	৫

দ্বিতীয় শ্রেণি (শিল্পকলা)

ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন/আইটেম	নম্বর বিভাজন
১।	**চারু ও কারুকলা – ৫ নম্বর** (ক) পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে কল্পনা করে জল রঙ অথবা প্যাস্টেল রঙ ব্যবহার করে একটি দৃশ্য অঙ্কন। (খ) পরিত্যক্ত উপকরণ ব্যবহার করে কল্পনা থেকে একটি শিল্পকর্ম তৈরি ।	 ৩ ২
২।	**সংগীত - ৫ নম্বর** 'কলকল ছলছল নদী করে টলমল'- গানের কথাগুলো গেয়ে শোনা।	 ৫
৩।	**নৃত্য - ৫ নম্বর** 'কলকল ছলছল নদী করে টলমল'- গানটির নৃত্য ভঙ্গি করে দেখাও।	 ৫
৪।	**নাট্যকলা - ৫ নম্বর** কৃষক, জেলে, মাঝি, গৃহবধু, দাদী যে কোনো একটি চরিত্র অভিনয় করে দেখাও।	 ৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা) বিষয়ের রেকর্ড সংরক্ষণের নমুনা ছক (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি)

প্রান্তিক: ১ম/২য়/৩য়
শ্রেণি:
পাঠ/অধ্যায়..তারিখ................

রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন										মোট ৫০
		শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০)				শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫)	বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫)	ক্লাস টেস্ট (২০)				
		চারু ও কারুকলা (৫)	সংগীত (৫)	নৃত্য (৫)	নাট্যকলা (৫)			চারু ও কারুকলা (৫)	সংগীত (৫)	নৃত্য (৫)	নাট্যকলা (৫)	

বিষয়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

অংশ-খ

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি

বিষয়:

১. বাংলা
২. ইংরেজি
৩. গণিত
৪. বিজ্ঞান
৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
৬. ধর্মশিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট)
৭. শিল্পকলা
৮. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা

বিষয়: বাংলা
শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে বাংলা বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক.ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত জায়গায় শিক্ষার্থীদের কাজ করতে দেবেন।
- শিক্ষক পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর কাজ যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন ও প্রাসঙ্গিক ফলাবর্তন দেবেন।
- বিষয়ভিত্তিক এমন কিছু কাজ থাকে যেগুলো পাঠ্যপুস্তকের করা সম্ভব নয়, সেগুলো শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন। যেমন- শোনা ও বলা, ভূমিকাভিনয়, সরব পাঠ, প্রদর্শন, উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নোট নেবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত শিক্ষক প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের কাজসমূহ শিক্ষার্থীর অনুশীলন খাতায় বা আলাদা কাগজে করতে দিতে পারেন। পরে সেগুলো যাচাই করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

প্রতিটি প্রান্তিক শেষে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে ও যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শ্রেণিকাজ শুরু ও সম্পন্ন করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনামতো একক/ জোড়ায়/ দলগত কাজে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করে;
- রোল-প্লে/ প্রেজেন্টেশন/ প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে ও সম্পন্ন করে;
- বাড়ির কাজ দেওয়া হলে তা সময়মতো সম্পন্ন করে।

প্রতিটি প্রান্তিক শেষে সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাত্রা বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৩ ভাষাদক্ষতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষক সচেতনভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা উন্নয়ন খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময় বিশেষ করে 'পড়া' দক্ষতার ওপর শিক্ষক গুরুত্ব দেবেন। শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন।
- বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণি উপযোগী অনুচ্ছেদ পড়তে দিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে উত্তর বলতে বলবেন।
- শ্রুতিলিপি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শোনা ও লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।
- দৈবচয়ন (লটারি) পদ্ধতিতে যেকোনো একটি শ্রেণি উপযোগি সহজ শিরোনাম (টপিক) দিয়ে ১মিনিট কথা বলতে দেবেন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 'বলা' দক্ষতার মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতি প্রান্তিকের শেষদিকে শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন কোন অবস্থায় আছে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

- শিক্ষক প্রতি অধ্যায় শেষে বা গুচ্ছভিত্তিক কয়েকটি সেশনের পর ক্লাস টেস্ট নেবেন। স্বাভাবিক সময়ে শ্রেণি চলাকালীন ক্লাস টেস্ট নেবেন, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্লাস বাদ দিয়ে শুধু ক্লাস টেস্ট নেয়া যাবে না;

- ক্লাস টেস্টে ভাষার চারটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) উপর মূল্যায়ন করবেন। শোনা, বলা ও পড়া মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেবেন;

  শোনা

  - শ্রুতিলিপি: শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা অডিও/ভিডিও শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কিনা শিক্ষক তা মূল্যায়ন করতে পারেন।
  - শিক্ষক কোনো একটি ছড়া/কবিতা নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তাদের শ্রবণদক্ষতা ভালো।
  - পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের 'শোনা' ও 'বলা'-র দক্ষতা যাচাই করা যাবে।
  - শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা কী বুঝলো তা নিজের ভাষায় লিখতে বা বলতে দেবেন।

  বলা

  - শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা শুনে বলতে বলবেন।
  - শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রমিত উচ্চারণে ১ মিনিট বলবে।
  - শিক্ষক কোনো সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দেবে। এভাবে তার বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করা যাবে।
  - শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চিত্র/গ্রাফ উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে ১ মিনিট বলতে বলবেন।

  পড়া

  - শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কবিতা আবৃত্তি অথবা কোনো পাঠ বা পাঠ্যাংশ সরবে পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, সাবলীলতা ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারেন।
  - সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন। এভাবে তার পড়ার দক্ষতা মূল্যায়নের পাশাপাশি পঠন বোধগম্যতাও পরিমাপ করতে পারবেন।
  - শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ে এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে দিতে পারেন।

- শিক্ষক বিষয়বস্তু ও সময় অনুযায়ী প্রতি প্রান্তিকে ১০ নম্বরের দুই বা ততোধিক ক্লাস-টেস্ট নেবেন এবং গড় নম্বর প্রদান করবেন;
- ক্লাস টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

শ্রেণি: তৃতীয় (বাংলা)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

বিষয়	নম্বর বণ্টন
১। কবি ও কবিতার নামসহ কবিতা লেখা	১×৫=৫
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৫টি)	৩×৫=১৫
৩। রচনামূলক প্রশ্ন (৩টির মধ্যে ২টি)	৫×২=১০
৪। শূন্যস্থান পূরণ/শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি/মিলকরণ/বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১×৫=৫
৫। যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও শব্দ তৈরি করা (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৬। শব্দার্থ লেখা (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৭। বিরামচিহ্নের ব্যবহার/ স্ত্রীবাচক/ পুরুষবাচক শব্দ	১×৫=৫
৮। এককথায় প্রকাশ/ বিপরীত/সমার্থক শব্দ লেখা (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৯। ফরম পূরণ করা	১×৫=৫
১০। অনুচ্ছেদ/রচনা লেখা (৩টির মধ্যে ১টি)	১০×১=১০

শ্রেণি: চতুর্থ (বাংলা)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

বিষয়	নম্বর বণ্টন
১। কবি ও কবিতার নাম সহ কবিতা লেখা।	১×৫=৫
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৫টি)	৫×২=১০
৩। রচনামূলক প্রশ্ন (৪টি মধ্যে ৩টি)	৩×৫=১৫
৪। শব্দার্থ লেখ (৭ টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৫। শূন্যস্থান পূরণ/ শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি /মিলকরণ/বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১×৫=৫
৬। বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/ক্রিয়ার কাল/ (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৭। বিরামচিহ্নের ব্যবহার/এককথায় প্রকাশ	১×৫=৫
৮। যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ তৈরি ও শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৯। কবিতার মূলভাব লিখন/ ফরমপূরণ/বিজ্ঞপ্তি (১টি)	১×৫=৫
১০। অনুচ্ছেদ/রচনা লেখা- (৩টির মধ্যে ১টি)	১×১০=১০

শ্রেণি: পঞ্চম (বাংলা)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

বিষয়	নম্বর বণ্টন
১। কবি ও কবিতার নাম সহ কবিতা লেখ।	১×৫=৫
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৫টি)	৫×২=১০
৩। রচনামূলক প্রশ্ন (৪টি মধ্যে ৩টি)	৩×৫=১৫
৪। শব্দার্থ লেখ (৭ টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৫। শূন্যস্থান পূরণ/ শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি /মিলকরণ/বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১×৫=৫
৬। বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/ক্রিয়ার কাল/স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক শব্দ/সাধু ও চলিত রূপ (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৭। বিরামচিহ্নের ব্যবহার/এককথায় প্রকাশ/অনুচ্ছেদ থেকে প্রশ্ন তৈরি	১×৫=৫
৮। যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ তৈরি ও শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি (৭টির মধ্যে ৫টি)	১×৫=৫
৯। গদ্য অনুচ্ছেদের/কবিতার মূলভাব লিখন/ ফরমপূরণ/আবেদনপত্র/চিঠি লিখন (১টি)	১×৫=৫
১০। অনুচ্ছেদ/রচনা লেখা- (৩টির মধ্যে ১টি)	১×১০=১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: ইংরেজি
শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে ইংরেজি (English for Today) বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত জায়গায় শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কাজ বা অ্যাক্টিভিটিসমূহ করতে/লিখতে দেবেন। যেমন- মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য/মিথ্যা, বহুনির্বাচনী, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ইত্যাদি অ্যাক্টিভিটি পাঠ্যপুস্তকে করবে।
- শিক্ষক অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি পাঠ পরিচালনার সময় পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন নিশ্চিত করবেন, কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রাখা যাবে না;
- প্রতিদিনের সেশনে এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি/কাজ থাকে যেগুলো পাঠ্যপুস্তকে করা সম্ভব নয় যেমন- শোনা ও বলা, রোল-প্লে, সরব পাঠ, প্রদর্শন, প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় নোট নেবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর/প্রতি প্রান্তিক শেষে সকল শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক/খাতা/ওয়ার্কশিট/শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত অ্যাক্টিভিটি যাচাই করে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রাসঙ্গিক ফলাবর্তন দিয়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীকে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শ্রেণিকাজ শুরু ও সম্পন্ন করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনামতো একক/জোড়ায়/ দলগত কাজে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করে;
- রোল-প্লে/ প্রেজেন্টেশন/ প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে ও সম্পন্ন করে;
- বাড়ির কাজ দেওয়া হলে তা সময়মতো সম্পন্ন করে;

শিক্ষক উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রতি প্রান্তিকে শিক্ষার্থীকে একবার মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৩ ভাষাদক্ষতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) মূল্যায়নে প্রতিটি সেশনে শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন যোগ্যতা/শিখনফল সংশ্লিষ্ট ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সময় শিক্ষক সচেতনভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের এ অধিক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষ করে 'পড়া' দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করবেন। শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ পড়তে দেবেন এবং reading with understanding যাচাইয়ের জন্য অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অর্জনের হার একই রকম নয়; কেউ দ্রুত শেখে, কারো শিখতে সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষদিকে শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন কোন অবস্থায় আছে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

- শিক্ষক প্রতি অধ্যায় শেষে বা গুচ্ছভিত্তিক কয়েকটি সেশনের পর ক্লাস টেস্ট নেবেন। স্বাভাবিক সময়ে শ্রেণি চলাকালীন ক্লাস টেস্ট নেবেন, এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্লাস বাদ দিয়ে শুধু ক্লাস টেস্ট নেয়া যাবে না।
- ক্লাস টেস্টে ভাষার চারটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) উপর মূল্যায়ন করবেন। ক্লাস টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন। শোনা, বলা ও পড়ার ক্লাস টেস্ট গ্রহণের সময় শিক্ষক ভাষার বিভিন্ন দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবির্ণিত বিষয় ও কাজসমূহ থেকে যৌক্তিকভাবে এক/একাধিক কার্যক্রম বাছাই করে শিক্ষার্থীদের করতে দেবেন:

Listening

- ○ শিক্ষক command and instruction related lessons, sound এবং listening focus text ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদান করবেন;
- ○ শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি Text/Rhyme/Poem শিক্ষার্থীকে শোনাবেন। এরপর ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শোনার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

Speaking

- ○ শিক্ষার্থী নিজের/চারপাশের/পাঠ্যপুস্তকে পরিচিত হয়েছে এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক উচ্চারণে ১ মিনিট বলবে;
- ○ শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন;
- ○ শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতা যাচাই করবেন।

Reading

- ○ পাঠ্যপুস্তকের/সমমানের পাঠ বা পাঠ্যাংশ সরবে পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ, সাবলীলতা ইত্যাদি পরিমাপ করবেন;
- ○ শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের/সমমানের Text/Rhyme/Poem পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন। এভাবে তার পড়ার দক্ষতা মূল্যায়নের পাশাপাশি পঠন বোধগম্যতাও পরিমাপ করবেন।

- শিক্ষক বিষয়বস্তু ও সময় অনুযায়ী প্রতি প্রান্তিকে ১০ নম্বরের দুই বা ততোধিক ক্লাস-টেস্ট নেবেন এবং গড় নম্বর প্রদান করবেন।
- ক্লাস টেস্টের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

Class: Three (English)

Time: 2 hrs 30 mins **Marks: 70**

Reading a text/dialogue and answering questions 1, 2 and 3. **[This text/dialogue has to be taken from English for Today, Class Three]**	
1. Multiple Choice Questions/Identifying True or False for each statement	1x5=5
2. Fill in the blanks with appropriate words from the box	1x5=5
3. Writing answers of the questions from the text/dialogue [Five (5) short questions will be given, and students will have to answer all of them. Knowledge, understanding and higher-order thinking questions need to be considered.]	10
4. Matching words with their meanings [1/2 extra items will be given in column B]	2x5=10
5. Writing the numbers in words/ordinal numbers [5 items will be given]	2x5=10
6. Rearranging words to make meaningful sentences/making meaningful sentences with the given words	2x5=10
7. Using capital letters and punctuation marks/Changing singular-plural forms of the words	1x5=5
8. Identifying noun, pronoun, verb/Making negative forms of the declarative sentences. [Consider the particular learning outcomes while setting question for each terminal]	1x5=5
9. Writing short composition with clues or without clues [Students will write at least five sentences related to the given topic. Capital letters, punctuation marks, spelling, sentence structure and content need to be considered for evaluation.]	10

Class: Four (English)

Time: 2 hrs 30 mins **Marks: 70**

Reading a text/dialogue and answering questions 1, 2 and 3 **[This text/dialogue has to be taken from English for Today, Class Four]**	
1. Multiple Choice Questions/Identifying True or False for each statement	1x5=5
2. Fill in the blanks with appropriate words	1x5=5
3. Writing answers of the questions from the text/dialogue [Five (5) short questions will be given, and students will have to answer all of them. Knowledge, understanding and higher-order thinking questions need to be considered.]	5
4. Rearranging words to make meaningful sentences/making meaningful sentences with the given words	2x5=10
5. Using capital letters and punctuation marks/Changing singular-plural forms of the words/Using correct prepositions/articles [Consider the particular learning outcomes while setting questions for each terminal]	1x5=5

6. Using correct form of verbs in the sentences. [Tenses discussed in the textbook.]	2x5=10
7. Making Wh-Questions.	2x5=10
8. Writing informal letter with or without clues.	10
9. Writing a short composition with clues or without clues. [Students will write at least five sentences related to the given topic. Capital letters, punctuation marks, spelling, sentence structure and content need to be considered for evaluation.]	10

Class: Five (English)

Time: 2 hrs 30 mins **Marks: 70**

Reading a text/dialogue and answering questions 1, 2 and 3. **[This text/dialogue has to be taken from English for Today, Class Five.]**	
1. Multiple Choice Questions/ Write True or False for each statement.	1x5=5
2. Fill in the blanks with appropriate words from the box.	1x5=5
3. Write the answer to the following questions. [Three (3) short questions will be given, and students will have to answer all of them. Knowledge, understanding and higher-order thinking questions need to be considered.]	1+2+2=5
Reading a text/dialogue and answering questions 4 and 5. **[This text/dialogue will be unseen, not from English for Today, Class Five. The text should maintain a similar standard of Class Five.]**	
4. Matching words with their meanings.	1x5=5
5. Writing question answer in short. [Three (3) short questions will be given, and students will have to answer all of them. Knowledge, understanding and higher-order thinking questions need to be considered.]	1+2+2=5
6. Rearranging words to make meaningful sentences/making meaningful sentences with the given words	2x5=10
7. Using capital letters and punctuation marks/Using correct prepositions/ articles/Making WH-Questions/appropriate form of adjectives. [Consider the particular learning outcomes while setting questions for each terminal]	2x5=10
8. Complete the sentences with the correct form of verbs in the brackets. [Tenses discussed in the textbook.]	1x5=5
9. Write a short composition with clues or without clues. [Students will write at least five sentences related to the given topic. Capital letters, punctuation marks, spelling, sentence structure and content need to be considered for evaluation.]	10
10. Writing informal/formal letter with or without clues/ Writing an email with or without clues.	10

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: গণিত

শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে গণিত বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তকেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন;
- যে সকল কাজের জন্য অনুশীলন খাতা প্রয়োজন সেগুলো অনুশীলন খাতায় সম্পন্ন করাবেন এবং অনুশীলন খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন;
- অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে সেগুলো প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে সম্পন্ন করিয়ে নেবেন;
- শিক্ষক প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে কোনো একটি সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের কাজের মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী পাঠ চলাকালীন পাঠসংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজ, বাড়ির কাজ, অনুশীলন নিয়মিত সম্পাদন করে;
- পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং উত্তর প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে;
- সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সহপাঠীদের সহযোগিতা করে;
- শ্রেণিকক্ষের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, অঙ্কনসামগ্রী নিয়মিত নিয়ে আসে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

- কোন গাণিতিক সমস্যা পড়ে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করতে পারে;
- গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো বলতে পারে, অর্থাৎ, কী করতে হবে, কেনো করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা যুক্তি দিয়ে বলতে পারে;
- একটি সমস্যার গাণিতিক বাক্য লিখতে পারে;
- একটি গাণিতিক বাক্যের আলোকে গাণিতিক গল্প বা সমস্যা তৈরি করতে পারে;

শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের বোধগম্যতা বিবেচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতি প্রান্তিকে ৫ এর মধ্যে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

- শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে এক বা একাধিক অধ্যায় শেষে ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করবেন;
- ক্লাস টেস্ট লিখিত, মৌখিক, হাতেকলমে ব্যবহারিক, প্রজেক্ট বা কোনো কাজের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে;
- শিক্ষক শ্রেণিকার্যের মধ্যেই স্বল্প সময়ে ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করবেন;
- প্রতি প্রান্তিকে ১০ নম্বরের কমপক্ষে ২টি ক্লাস টেস্ট গ্রহণ করতে হবে, তবে সার্বিক ফলাফল তৈরিতে গড় নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের কাজ/সমস্যা সরাসরি না দিয়ে বরং সেগুলো অনুসরণে নতুন প্রশ্ন তৈরির চেষ্টা করতে হবে।
- সমস্যাসমাধানমূলক (বিস্তৃত উত্তর) প্রশ্ন কাঠামোবদ্ধ করতে হবে। পরিচিত প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি সমস্যামূলক প্রশ্নের ২/৩ টি অংশ থাকতে পারে।
- প্রান্তিক মূল্যায়নের প্রশ্ন কাঠামোতে উল্লেখিত গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত ধারণা ও সমস্যা সমাধান ক্ষেত্র বিবেচনায় প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত ও ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির প্রতি প্রান্তিকে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো নিচে দেওয়া হলো।

তৃতীয় শ্রেণি (গণিত)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

১ম প্রান্তিক			২য় প্রান্তিক			৩য় প্রান্তিক		
ক্র. নং	বিষয়	নম্বর	ক্র. নং	বিষয়	নম্বর	ক্র. নং	বিষয়	নম্বর
১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০	২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০	২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০
৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
৪.	যোগ করি (২টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৪.	গুণ করি (২টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৪.	যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬

৫.	যোগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৫.	গুণ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।	৬	৫.	ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৬.	বিয়োগ করি (২টি থাকবে ২টিরই উত্তর দিতে হবে)	৬	৬.	ভাগ করি (২টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৬.	বাংলাদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্যা (২টি থাকবে ২টিরই উত্তর দিতে হবে)	৬
৭.	বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৭.	ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৭.	পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৮.	যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৮.	গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৮.	জ্যামিতি (৩টি থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১০
৯.	জ্যামিতি (৩টি থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১০	৯.	জ্যামিতি (৩টি থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১০	৯.	উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ	১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

চতুর্থ শ্রেণি (গণিত)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

১ম প্রান্তিক

ক্র.নং	বিষয়	নম্বর
১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০
৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
৪.	যোগ ও বিয়োগ করি (২টি থাকবে)	৬
৫.	যোগ অথবা বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৬.	যোগ-বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৭.	গুণ করি (২টি থাকবে)	৬
৮.	গুণ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৯.	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০

২য় প্রান্তিক

ক্র.নং	বিষয়	নম্বর
১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০
৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
৪.	ভাগ (২টি থাকবে)	৬
৫.	ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২
৬.	গুণিতক ও গুণনীয়ক (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২
৭.	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০

৩য় প্রান্তিক

ক্র.নং	বিষয়	নম্বর
১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০
৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
৪.	সাধারণ ভগ্নাংশ সংক্রান্ত সমস্যা	৬
৫.	দশমিক ভগ্নাংশ সংক্রান্ত সমস্যা	৬
৬.	পরিমাপ (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২
৭.	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০
৮.	উপাত্ত	৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

পঞ্চম শ্রেণি (গণিত)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

১ম প্রান্তিক			২য় প্রান্তিক			৩য় প্রান্তিক		
ক্র নং	বিষয়	নম্বর	ক্র.নং	বিষয়	নম্বর	ক্র.নং	বিষয়	নম্বর
১.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	১	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	১	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০	২	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০	২	শূন্যস্থান পূরণ (৫টি প্রশ্ন থাকেব ৫টিরই উত্তর দিতে হবে।)	১০
৩.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ১০টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যাসমাধান মূলক প্রশ্ন থাকবে।)	১০	৩	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ৭টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	৭	৩	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকেব ৭টিরই উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ৩টি গাণিতিক ধারণা, ৪টি প্রক্রিয়াগত ধারনা ও ৩টি সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্ন থাকবে।)	৭
৪.	গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২	৪	ভগ্নাংশের সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২	৪	গড় সংক্রান্ত সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২
৫.	যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৫	দশমিক ভগ্নাংশের সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২	৫	পরিমাপ সংক্রান্ত সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২
৬.	গুণিতক ও গুণনিয়ক সংক্রান্ত সমস্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে ২টির উত্তর দিতে হবে।)	১২	৬	শতকরা সংক্রান্ত সমস্যা (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬	৬	তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত (২টি সমস্যা থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে।)	৬
৭.	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০	৭	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০	৭	জ্যামিতি (২টি থাকবে)	১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: বিজ্ঞান

শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে ‘সাধারণ নির্দেশনাবলি’ অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তকেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- যে সকল কাজের জন্য অনুশীলন খাতা প্রয়োজন সেগুলো অনুশীলন খাতায় সম্পন্ন করাবেন এবং অনুশীলন খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে সেগুলো প্রান্তিক মূল্্যায়নের পূর্বে সম্পন্ন করিয়ে নেবেন।
- শিক্ষক প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে কোনো একটি সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের কাজের মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী পাঠ চলাকালে পাঠসংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে;
- শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজ, বাড়ির কাজ, অনুশীলন নিয়মিত সম্পাদন করে;
- পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং উত্তর প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে;
- সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সহপাঠীদের সহযোগিতা করে;
- শ্রেণিকক্ষের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, অঙ্কনসামগ্রী নিয়মিত নিয়ে আসে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শিক্ষক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার মূল্যায়ন করবেন, এজন্য আলাদা কোনো কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন নেই। বোধগম্যতা মূল্যায়নের সময় নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

- প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাসমূহ বুঝে ব্যাখ্যা করতে পারা।
- প্রাকৃতিক ঘটনা ও পরীক্ষার ফলাফল দেখে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা।
- পর্যবেক্ষণ ও সহজ পরীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারা।
- বৈজ্ঞানিক শব্দ, চিহ্ন, মাপকাঠি, পাঠসংশ্লিষ্ট উপাত্ত/ ছক ব্যবহার করে ধারণা প্রকাশ করতে পারা।
- কৌতুহলী হয়ে বিষয়সংশ্লিষ্ট বাস্তব কাজ/সমস্যা সমাধান করতে পারা।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

এক বা একাধিক অধ্যায় শেষে ক্লাস টেস্ট নেওয়া হবে। লিখিত, মৌখিক বা ব্যবহারিক কাজের সমন্বয়ে ক্লাস টেস্ট নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে ন্যূনতম দুইটি ক্লাস টেস্ট নেবেন এবং গড় নম্বর প্রদান করবেন। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে বিষয়শিক্ষক প্রমাণক (উত্তরপত্র/প্রদত্ত নম্বর) সংরক্ষণ করবেন। ক্লাস টেস্ট শেষে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাবর্তন দেবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- সমস্যা সমাধানমূলক (বিস্তৃত উত্তর) প্রশ্ন কাঠামোবদ্ধ করতে হবে। পরিচিত প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি সমস্যামূলক প্রশ্নের ২/৩ টি অংশ থাকতে পারে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

- সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। তিনটি প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের গড় করে বার্ষিক ফলাফল তৈরি করতে হবে।
- তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন ও কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে।

তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণি (বিজ্ঞান)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

ক্র. নং	প্রশ্নের ধরন	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর বিভাজন
১	বহুনির্বাচনি - ১০টি	জ্ঞান-৪টি, অনুধাবন-৩টি, প্রয়োগ-২টি, উচ্চতর দক্ষতা ১ টি	১০×১=১০
২	শূন্যস্থান পূরণ - ৫টি	জ্ঞান-৫টি	৫×১=৫
৩	শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্বাচন - ৫টি	জ্ঞান-৫টি	৫×১=৫
৪	মিলকরণ - ৫টি	অনুধাবনের উপর জোর দিতে হবে ডানপাশে ২টি অতিরিক্ত বিকল্প থাকবে	৫×১=৫
৫	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৫টি। কোন প্রশ্নের একাধিক অংশ থাকবে না)	জ্ঞান-৩টি, অনুধাবন-২টি, প্রয়োগ-১টি, উচ্চতর দক্ষতা ১ টি	৫×৩ =১৫
৬	বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৫টি)	জ্ঞান-১, অনুধাবন-২টি, প্রয়োগ-২টি, উচ্চতর দক্ষতা-১ (একাধিক অধ্যায় থেকে প্রশ্ন নিয়ে একটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে একাধিক অংশ সংবলিত প্রশ্নে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগমূলক প্রশ্ন থাকবে। তবে অভীক্ষায় উচ্চতর দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) পরিমাপের প্রতিফলন থাকতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চিত্রাংকন সংবলিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুস্পষ্ট নম্বর বিভাজন দেখাতে হবে)	৫×৬=৩০
		সর্বমোট	**৭০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তকেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- যে সকল কাজের জন্য অনুশীলন খাতা প্রয়োজন সেগুলো অনুশীলন খাতায় সম্পন্ন করাবেন এবং অনুশীলন খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেলে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে সেগুলো প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে সম্পন্ন করিয়ে নেবেন।
- শিক্ষক প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে কোনো একটি সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের কাজের মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী পাঠ চলাকালে পাঠসংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
- শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজ, বাড়ির কাজ, অনুশীলন নিয়মিত সম্পাদন করে।
- পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং উত্তর প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে।
- সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সহপাঠীদের সহযোগিতা করে।
- শ্রেণিকক্ষের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, অঙ্কনসামগ্রী নিয়মিত নিয়ে আসে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার মূল্যায়ন করবেন, এজন্য আলাদা কোনো কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন নেই। এই শিরোনামে মূল্যায়নের সময় নিম্নবর্ণিত সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

- মূল ধারণা সঠিকভাবে বলতে পারা: পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়, শব্দ, ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার নাম ঠিকভাবে বলতে পারে। যেমন: জাতীয় প্রতীক, নদী, জেলা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিকভাবে জানে।
- নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারা: শেখা তথ্য নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করতে পারে। যেমন: কেন স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় তা নিজের ভাষায় বলতে পারে।
- তুলনা, মিলকরণ ও পার্থক্য করতে পারা: দুটি বিষয়, স্থান, ব্যক্তি বা সময়ের মধ্যে পার্থক্য বা মিল করতে পারে। যেমন: গ্রাম ও শহরের জীবনযাপনের পার্থক্য বোঝাতে পারে।
- উদাহরণ দিতে পারা: শেখা বিষয় থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতে পারে। যেমন: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ দিতে পারে।
- জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারা (বাস্তব জীবনে)। শেখা তথ্য নিজের জীবন, সমাজ বা পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে। যেমন: দেশপ্রেম, নাগরিক দায়িত্ব বা পরিবেশ রক্ষায় শেখা জ্ঞান কাজে লাগায়।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

লিখিত, মৌখিক বা ব্যবহারিক কাজের সমন্বয়ে এক বা একাধিক অধ্যায় শেষে ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্ট নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে ন্যূনতম দুটি ক্লাস টেস্ট নেবেন এবং মূল্যায়নের গড় নম্বর প্রদান করবেন। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে বিষয়শিক্ষক প্রমাণক (উত্তরপত্র/প্রদত্ত নম্বর) সংরক্ষণ করবেন। ক্লাস টেস্ট শেষে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাবর্তন দেবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- সমস্যা সমাধানমূলক (বিস্তৃত উত্তর) প্রশ্ন কাঠামোবদ্ধ করতে হবে। পরিচিত প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি সমস্যামূলক প্রশ্নের ২/৩ টি অংশ থাকতে পারে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

নিম্নে সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি প্রশ্নকাঠামো দেওয়া হলো।

তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণি (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

ক্র. ন.	প্রশ্নের ধরন	প্রশ্ন সংখ্যা	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর বিভাজন
১	বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তর)	১০টি থেকে ১০টি	জ্ঞান- ৪টি, দক্ষতা- ৪টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ২টি	১০×১=১০
২	শূন্যস্থান পূরণ	৫টি থেকে ৫টি	জ্ঞান- ২টি, দক্ষতা- ২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ১টি	৫×১=৫
৩	বিকল্প নির্বাচন (শুদ্ধ-অশুদ্ধ)	৫টি থেকে ৫টি	জ্ঞান- ২টি, দক্ষতা- ২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ১টি	৫×১=৫
৪	মিলকরণ	৫টি থেকে ৫টি	জ্ঞান- ২টি, দক্ষতা- ২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ১টি	৫×১=৫
৫	অল্প কথায় উত্তর	৭টি থেকে ৫টি	জ্ঞান- ৩টি, দক্ষতা- ৩টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ১টি	৫×৩=১৫
৬	বর্ণনামূলক প্রশ্ন	৭টি থেকে ৫টি	জ্ঞান- ৩টি, দক্ষতা- ৩টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি- ১টি	৫×৬=৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: ধর্মশিক্ষা (ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্ট)
শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে ‘সাধারণ নির্দেশনাবলি’ অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৩০ নম্বর)

ক.১ পাঠ্যপুস্তকের কাজ সম্পন্ন করা (১০ নম্বর)

- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তকেই নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাবেন, পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করে স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- যে সকল কাজের জন্য অনুশীলন খাতা প্রয়োজন সেগুলো অনুশীলন খাতায় সম্পন্ন করাবেন এবং অনুশীলন খাতা যাচাই করে ফলাবর্তন দেবেন।
- অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে সেগুলো প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে সম্পন্ন করিয়ে নেবেন।
- শিক্ষক প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্বে কোনো একটি সময়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকগুলো সংগ্রহ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের কাজের মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থী পাঠ চলাকালে পাঠসংশ্লিষ্ট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, একক কাজ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
- শিক্ষকের নির্দেশনায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কাজ, বাড়ির কাজ, অনুশীলন নিয়মিত সম্পাদন করে।
- পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করে এবং উত্তর প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে।
- সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সহপাঠীদের সহযোগিতা করে।
- শ্রেণিকক্ষের উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, অঙ্কনসামগ্রী নিয়মিত নিয়ে আসে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার মূল্যায়ন করবেন, এজন্য আলাদা কোনো কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন নেই। এই শিরোনামে মূল্যায়নের সময় নিম্নবর্ণিত সূচক সমূহ বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করবেন।

- মূল ধারণা সঠিকভাবে বলতে পারা: পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়, শব্দ, ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার নাম ঠিকভাবে বলতে পারে।
- নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারা: শেখা তথ্য নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করতে পারে।
- তুলনা, মিলকরণ ও পার্থক্য করতে পারা: দুটি বিষয়, স্থান, ব্যক্তি বা সময়ের মধ্যে পার্থক্য বা মিল করতে পারে।
- উদাহরণ দিতে পারা: শেখা বিষয় থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতে পারে।
- জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারা (বাস্তব জীবনে): শেখা তথ্য নিজের জীবন, সমাজ বা পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (১০ নম্বর)

এক বা একাধিক অধ্যায় শেষে ক্লাস টেস্ট নেওয়া হবে। লিখিত, মৌখিক বা ব্যবহারিক কাজের সমন্বয়ে ক্লাস টেস্ট নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকে ন্যূনতম দুইটি ক্লাস টেস্ট নেবেন এবং মূল্যায়নের গড় নম্বর প্রদান করবেন। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে বিষয়শিক্ষক প্রমাণক (উত্তরপত্র/প্রদত্ত নম্বর) সংরক্ষণ করবেন। ক্লাস টেস্ট শেষে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাবর্তন দেবেন।

খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন (৭০ নম্বর)

খ.১ লিখিত পরীক্ষা (৭০ নম্বর)

- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে প্রতি প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশ থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের প্রশ্নের সমন্বয় থাকতে হবে।
- সমস্যাসমাধানমূলক (বিস্তৃত উত্তর) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করতে হবে। পরিচিত প্রেক্ষাপটের আলোকে একটি সমস্যামূলক প্রশ্নের ২/৩ টি অংশ থাকতে পারে।
- **খ.২ অংশে** লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের কাঠামো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য এই কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। অথবা, শিক্ষক যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারবেন।

খ.২ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো

প্রতি প্রান্তিক শেষে ১টি করে মোট ৩টি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নে সামষ্টিক মূল্যায়নের লিখিত পরীক্ষার একটি প্রশ্নকাঠামো দেওয়া হলো।

তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণি (ধর্মশিক্ষা-ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রীষ্ট)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

ক্র. নং	প্রশ্নের ধরণ	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	নম্বর বিভাজন
১.	বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তর) - ১০টি	জ্ঞান (৪টি), দক্ষতা (৪টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (২টি)	১০×১=১০
২.	শূন্যস্থান পূরণ - ৫টি	জ্ঞান (২টি), দক্ষতা (২টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১টি)	৫×১=৫
৩.	বিকল্প নির্বাচনি (শুদ্ধ/অশুদ্ধ) - ৫টি	জ্ঞান (২টি), দক্ষতা (২টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১টি)	৫×১=৫
৪.	মিলকরণ - ৫টি (২টি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে)	জ্ঞান (২টি), দক্ষতা (২টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১টি)	৫×১=৫
৫.	অল্প কথায় উত্তর - ৫টি (২টি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে)	জ্ঞান (২টি), দক্ষতা (২টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (১টি)	৫×৩=১৫
৬.	বর্ণনামূলক প্রশ্ন - ৫টি (২টি অতিরিক্ত থাকবে)	জ্ঞান (১টি), দক্ষতা (১টি) মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি (২টি)	৫×৬=৩০
		মোট	**৭০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: শিল্পকলা

শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে শিল্পকলা (চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা) বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সাধারণ নির্দেশনা

- শিল্পকলা পৃথক চারটি বিষয়- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য এবং নাট্যকলা এর সমন্বিত একটি বিষয়। সমন্বিত একটি বিষয় হলেও চারটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।
- চারু ও কারুকলার ক্ষেত্রে শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন অঙ্কন এবং কারুকলার শিল্পকর্ম নির্মাণ চলাকালীন প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেবেন এবং কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের করা কাজ জমা নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মান অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। প্রতিটি প্রান্তিক মূল্যায়নের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যতগুলো কাজই জমা হোক না কেনো একত্রে সবগুলো কাজের মধ্যে উত্তম কাজের মান বিবেচনায় নিয়ে একটি নম্বর প্রদান করে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।
- সংগীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক একক, জোড়া অথবা দলগত কাজ পরিবেশনার সময় ফলাবর্তন দেবেন। অধ্যায় শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অবলোকন করে মূল্যায়ন করবেন এবং প্রদত্ত নম্বর নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন।
- মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সহায়িকাতে বর্ণিত মূল্যায়ন নির্দেশক অনুসরণ করবেন।
- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা চারটি বিষয়ের পৃথকভাবে প্রদত্ত নম্বর প্রান্তিক মূল্যায়নের সময় নিম্নের প্রদত্ত নমুনা ছক অনুযায়ী শিক্ষক নোটখাতায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শিল্পকলা বিষয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকায় শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত শিক্ষার্থীর কাজের আলোকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষক শ্রেণিকাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীর মনোযোগ, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সৃজনশীলতা, উপস্থাপনের মান ও আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড ফর্মে শিক্ষার্থীর 'শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা' ক্ষেত্রের আওতায় ৫ নম্বরে মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকাজে শিক্ষকের নির্দেশ বুঝে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের একক, জোড়ায় ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ, সহপাঠীদের প্রতি সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ মূল্যায়ন করবেন।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

- পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশ অবলোকন করে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে;
- সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে;
- পরিচিত বিষয়বস্তু অনুকরণ করে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে;
- কল্পনার সাথে বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে;
- পারিবারিক আচার-আচরণ কল্পনা করে শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে;
- শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, সহিষ্ণুতা, পারস্পারিক শ্রদ্ধা, মানবতাবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (ব্যবহারিক/মৌখিক ৩৫ নম্বর)

- ক্লাস টেস্টে শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে।
- চারুকলা বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত বিষয়বস্তুর আলোকে যে কোন একটি ছবি শ্রেণিকক্ষে বসে অঙ্কন করতে দেবেন। কারুকলায় মাটি, আর্টিফিসিয়াল ক্লে, কাগজ, নুড়ি পাথর, পাতা, কাপড়, সুতা, ডিমের খোসা, পেপারম্যাস (শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত উপকরণ) ইত্যাদি যে কোন উপকরণ ব্যবহার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি বা দু'টি করে শিল্পকর্ম তৈরি করে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। অঙ্কন এবং কারুকলার কাজের মান অনুযায়ী শিক্ষক চারু ও কারুকলার জন্য আলাদাভাবে নম্বর প্রদানপূর্বক যোগ করে সমন্বিত নম্বর ছকে তুলবেন।
- সংগীতের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত গানগুলোর মধ্যে থেকে যেকোন একটি গান নির্বাচন করে পাঁচ বা সাত জনের একটি করে দল গঠন করে দলগতভাবে গাইতে দেবেন। দলগতভাবে গান গাওয়ার সময় সকল শিক্ষার্থী গান গাইছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। সংগীতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গানের কথা মুখস্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করবেন।
- নৃত্যের ক্ষেত্রেও সংগীতের অনুরূপ দলগতভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দল গঠন করে শিক্ষক মোবাইল বা যেকোন অডিও ডিভাইসে শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত গান বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে নৃত্য পরিবেশন করতে নির্দেশনা দেবেন। নৃত্যের মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর অঙ্গভঙ্গীর উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন।
- নাট্যকলার ক্ষেত্রেও দলগত কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখিত একটি দৃশ্য (রাস্তার উপর কলার খোসা পড়ে আছে। এমন অবস্থায় সে কী করবে?) উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে বলবেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ও বাচনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবেন।
- চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা চারটি বিষয়ের আলাদা-আলাদা মূল্যায়ন শেষে প্রতিটি বিষয়ের প্রদত্ত নম্বর যোগ করে মোট নম্বর শিল্পকলা বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে বিবেচিত হবে।

ক্লাস টেস্টের নম্বর বিভাজন ও প্রশ্ন কাঠামো

তৃতীয় শ্রেণি (শিল্পকলা)

২০ নম্বর				
বিষয়	চারু ও কারুকলা	সংগীত	নৃত্য	নাট্যকলা
নম্বর	৫	৫	৫	৫

প্রশ্ন কাঠামো	**নম্বর- ৩৫**
চারু ও কারুকলা- (৩+২) = ৫ নম্বর	
১। (ক) জল রঙ ব্যবহার করা প্রকৃতির রঙ রূপ ঠিক রেখে একটি প্রকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন।	৩
(খ) ফুল, ফল এঁকে একটি মাটির ফলক তৈরি করো অথবা রঙ্গিন কাগজ কেটে প্রকৃতির একট উপাদান (যেমন- ফুল, ফল, পাতা, পাখি প্রজাপতি, ইত্যাদি) তৈরি করা।	২
সংগীত- ৫ নম্বর	
২। আমদের 'জাতীয় সংগীত' গেয়ে শোনানো।	৫
নৃত্য- ৫ নম্বর	
৩। 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটির নৃত্যভঙ্গি করে দেখানো।	৫
নাট্যকলা- ৫ নম্বর	
৪। শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডায় কাবু হয়ে হাঁটার দৃশ্য দেখানো।	৫

চতুর্থ শ্রেণি (শিল্পকলা)

প্রশ্ন কাঠামো	নম্বর- ২০
চারু ও কারুকলা- (৩+২) = ৫ নম্বর	
১। (ক) মেলায় গিয়ে দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করার একটি দৃশ্য অঙ্কন।	৩
(খ) ফুল, ফল এঁকে একটি মাটির ফলক তৈরি কর অথবা রঙ্গিন কাগজ কেটে প্রকৃতির একট উপাদান (যেমন- ফুল, ফল, পাতা, পাখি প্রজাপতি, ইত্যাদি) তৈরি করা।	২
সংগীত- ৫ নম্বর ২। "গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ" অথবা শিক্ষক কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা থেকে নির্বাচিত একটি গান গেয়ে শোনানো।	৫
নৃত্য- ৫ নম্বর ৩। "গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত" অথবা শিক্ষক কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা থেকে নির্বাচিত একটি গানের সাথে নৃত্যভঙ্গি করে দেখানো।	৫
নাট্যকলা- ৫ নম্বর ৪। কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে লাইনে দাঁড়িয়ে টিফিন সংগ্রহ করছে। তাদের মধ্যে একজন অসুস্থ ছিল এবং সে লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল তখন অন্য শিক্ষার্থীরা তাকে সবার আগে টিফিন সংগ্রহের সুযোগ করে দিলো - দৃশ্যটি অভিনয় করে দেখানো।	৫

পঞ্চম শ্রেণি (শিল্পকলা)

প্রশ্ন কাঠামো	নম্বর- ২০
চারু ও কারুকলা- (৩+২) = ৫ নম্বর	
১। (ক) একজন কৃষক জমিতে ধানের চারা রোপণ করছেন, জলরং ব্যবহার করে এরকম একটি দৃশ্য অঙ্কন	৩
(খ) পুরোনো কাগজ, নারকেল পাতা বা যেকোন বড় পাতা দিয়ে কৃষকের মাথায় পরার মাথাল তৈরি।	২
সংগীত- ৫ নম্বর ২। "ধন ধান্য পুষ্প ভরা" গানটির প্রথম ছয় চরণ অথবা শিক্ষক কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা থেকে নির্বাচিত একটি গান গেয়ে শোনানো।	৫
নৃত্য- ৫ নম্বর ৩। "নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে" অথবা শিক্ষক কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা থেকে নির্বাচিত একটি গানটির সাথে নৃত্যভঙ্গি করে দেখানো।	৫
নাট্যকলা- ৫ নম্বর ৪। কয়েকজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফিরছে, পথে একজন মুরুব্বী বা গুরুজনের সাথে দেখা হলো। তার সাথে শিক্ষার্থীরা কুশল বিনিময় করছে এমন দৃশ্য অভিনয় করে দেখানো।	৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিষয়: শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা
শ্রেণি: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

পূর্বে 'সাধারণ নির্দেশনাবলি' অংশে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সাধারণ নির্দেশনা

- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই, তাই শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত শিখন কার্যক্রম/অ্যাক্টিভিটির ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে কিছু পদ্ধতি, টুলস এর নমুনা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এর বাইরেও শিক্ষক প্রয়োজনে নিজে মূল্যায়ন টুলস তৈরি করে ধারাবহিক মূল্যায়ন করতে পারবে।
- বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্যের সাথে শিক্ষক বাস্তব প্রেক্ষাপটের মিল করে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবেন। যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবতা ও পাঠের বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজে পায়। বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে অনুশীলনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (৫০ নম্বর)

ক.১ শিক্ষক সহায়িকার কাজ সম্পন্ন করা (২০ নম্বর)

- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকায় শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত কাজের আলোকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে।

ক.২ শ্রেণিকাজে সক্রিয়তা (৫ নম্বর)

- শিক্ষক শ্রেণিকাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীর মনোযোগ, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সৃজনশীলতা, উপস্থাপনের মান ও আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকাজে শিক্ষকের নির্দেশ বুঝে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের একক, জোড়ায় ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ, সহপাঠীদের প্রতি সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতি প্রান্তিকে সামগ্রিকভাবে একবার নম্বর প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তনের ভিত্তিতে অগ্রগতি বা উন্নতির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক.৩ বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা (৫ নম্বর)

- শিক্ষার্থীরা পাঠের তথ্য, শব্দার্থ ও মূল ধারণা যথাযথভাবে বুঝতে পারছে কিনা তা প্রশ্নোত্তর বা আলোচনার মাধ্যমে যাচাই করবেন। পাশাপাশি তাদের শেখা বিষয় ব্যাখ্যা করতে, বাস্তব জীবনের সাথে মিল রেখে উদাহরণ দিতে পারে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- চিত্র, কার্যপত্র বা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণাগত স্পষ্টতা যাচাই করার পাশাপাশি যেসব শিক্ষার্থীর বুঝতে সমস্যা হয় তাদের জন্য পুনঃব্যাখ্যা করবেন। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর/ভিজ্যুয়াল উপকরণ ও সহপাঠীর সহায়তার ব্যবস্থা করবেন।
- 'বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা' এর ক্ষেত্রে প্রতি প্রান্তিকে সামগ্রিকভাবে একবার মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন।

ক.৪ ক্লাস টেস্ট (২০ নম্বর)

ক্লাস টেস্টে মূল্যায়নের ধরন হবে মৌখিক ও ব্যবহারিক।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ের উপর চেকলিস্ট করে প্রশ্নোত্তর বা আলোচনা পরিচালনা করবেন। (যেমন: "সুস্থ থাকতে আমরা কী করি?", "মন খারাপ হলে কীভাবে ভালো বোধ করা যায়?")।
- ব্যবহারিক অংশে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, খেলাধুলার নিয়ম কানুন, শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শন, দলগত কাজ বা সহপাঠী সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
- প্রতিটি প্রান্তিক মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষক রেকর্ডে সংরক্ষণ করবেন এবং তিন প্রান্তিকের গড় নম্বর ভিত্তিতে বার্ষিক ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণ করবেন।

- খেলাধুলার পারদর্শিতা ও শারীরিক যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়ার সময় কাজের ধরন অনুযায়ী নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।

ক্লাস টেস্টের প্রশ্নকাঠামো (উদাহরণসহ)

তৃতীয় শ্রেণি (শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা)

পদ্ধতি	ধরন	উদাহরণ প্রশ্ন	মোট নম্বর
মৌখিক	সংক্ষিপ্ত	টাটকা ফলমূল খাওয়ার কারণ তিনটি বলো।	৫
		পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে করণীয় দুটি বলো।	
		নিরাপদ পানির উৎস দুটি বলো।	
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	সাবান ও পানি ব্যবহার করে হাত ধোয়ার ধাপগুলো দেখাও।	১০
		এক পায়ে লাফানো বা জিগজ্যাগ দৌড়ানোর কৌশল দেখাও।	
		সরঞ্জামবিহীন খেলার (যেমন মোরগ লড়াই) নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলন দেখাও।	
মৌখিক	সংক্ষিপ্ত	মাঠে বন্ধু পড়ে গেলে তুমি কী করবে? বলো।	৫
		দাঁত পরিষ্কার রাখতে আমরা কোন জিনিস ব্যবহার করি? বলো।	
		বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের সহায়তা করার দুটি উপায় বলো।	
		মোট নম্বর	**২০**

চতুর্থ শ্রেণি (শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা)

পদ্ধতি	ধরন	উদাহরণ প্রশ্ন	মোট নম্বর
মৌখিক	সংক্ষিপ্ত	নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে দুটি উপায় বলো।	৫
		সুস্থ থাকার জন্য তিনটি কাজ বলো।	
	ব্যাখ্যামূলক	অনিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে কী কী রোগ হয় বলো।	
		বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করার একটি পরিকল্পনা সংক্ষিপ্তভাবে বলো।	১০
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	সাবান ও পানি ব্যবহার করে হাত ধোয়ার সঠিক ধাপ দেখাও।	
		নিয়ম অনুযায়ী সরঞ্জামবিহীন খেলা (দীর্ঘ লাফ, ১০০ মিটার দৌড়) অনুশীলন করে দেখাও।	
মৌখিক	ব্যাখ্যামূলক	বন্ধু পড়ে গেলে তুমি কী করবে? উদাহরণসহ বলো।	৫
		পরিমিত বিশ্রাম নেওয়ার সুফল এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের কুফল সংক্ষিপ্তভাবে বলো।	
	সংক্ষিপ্ত	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠীকে সাহায্য করার দুটি উপায় বলো।	
		মোট নম্বর	**২০**

পঞ্চম শ্রেণি (শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা)

পদ্ধতি	ধরন	উদাহরণ প্রশ্ন	মোট নম্বর
মৌখিক	সংক্ষিপ্ত	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দুটি উপকার বলো।	৫
		কোভিড-১৯ থেকে রক্ষার তিনটি উপায় বলো।	
	ব্যাখ্যামূলক	সুষম খাদ্যের উপাদানগুলোর কাজ ব্যাখ্যা করো।	
		"ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ধাপসমূহ"—৫–৬ লাইনে বলো।	১০
ব্যবহারিক	প্রদর্শন	স্ট্রেচিং/ওয়ার্ম-আপের দুটি কৌশল বাস্তবে দেখাও।	
		যেকোনো একটি—দীর্ঘলাফ/ক্রিকেট বল নিক্ষেপ/বুক সাঁতার—ধাপে ধাপে দেখাও।	
মৌখিক	ব্যাখ্যামূলক	খেলায় বিরোধ হলে দলগতভাবে কীভাবে সমাধান করবে—বলো।	৫
		"লিঙ্গবৈষম্য দূর করে সবাই মিলে কাজ করার উপায়"—এক অনুচ্ছেদে বলো।	
	সংক্ষিপ্ত	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাহায্য করার দুটি উপায় বলো।	
		মোট নম্বর	**২০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিক্ষক প্রয়োজনবোধে প্রশ্নকাঠামোতে যৌক্তিক পরিবর্তন করতে পারবেন।